আয়েশা

MIRZA MASROOR AHMAD
HEAD OF THE AHMADIYYA COMMUNITY
IN ISLAM

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلي على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود
خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
هوالناصر

Islamabad, UK
HM – 30-07-2021

Dear President of the Ahmadiyya Muslim Women Student's Association Bangladesh,

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ

I have received your letter requesting to provide a name for the first ever magazine of the Ahmadiyya Muslim Women Student's Association Bangladesh.

You may name the magazine **"Aisha"**.

May Allah Ta'ala bless this publication in every respect and make it a source for the spiritual, moral and educational uplift of all readers. *Amin*

Wassalam

Yours sincerely,

MIRZA MASROOR AHMAD
Khalifatul-Masih V

Copy PS Office

আয়েশা

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা

উপদেষ্টা

রেহেনা খায়ের
সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ, বাংলাদেশ।

সম্পাদিকা

রুবিনা রহমান

সহকারী সম্পাদিকা

খাদিজা রহমান অনন্যা
রাহিলা রহমত তুতুল

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়

ফারিহা মাসুদ

সার্বিক সহযোগিতায়

বিলকিস সুলতানা

প্রকাশনায়

আহমদীয়া মুসলিম উইমেন
স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন বাংলাদেশ

প্রকাশকাল ঃ ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২১

সম্পাদকীয়

আসসালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু,

আহমদীয়া মুসলিম উইমেন স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশন, হুজুর (আইঃ) এর অনুমতিক্রমে ২০১৮ সালে প্রথমবারের মত যাত্রা শুরু করে আলহামদুলিল্লাহ্। এ বছর আমাদের এই এসোসিয়েশন প্রথম বারের মত ছাত্রীদের জন্য একটি ম্যাগাজিন প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। আমাদের এই ম্যাগাজিন প্রকাশের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল সকল ছাত্রীদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটানো ও তাদের মাঝে লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা। এবং এরই ফলস্বরূপ আমরা সারা বাংলাদেশ এর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্রীদের লেখা সংগ্রহ করে তা বাছাইয়ের মাধ্যমে ম্যাগাজিনে প্রকাশ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। সকল ছাত্রীদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ও অংশগ্রহনের জন্যই আমরা আমাদের ম্যাগাজিনটি প্রকাশে সক্ষম হয়েছি, সকলের এই সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এবং আমাদের সকল প্রকার ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

আমাদের সার্বিক কাজে বিশেষভাবে সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন-

মাওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান (মুরুব্বি সিলসিলাহ্)
মোহতারমা আমাতুল কাইয়ূম
মোহতারমা সুলতানা নুসরাত জাহান ডালিয়া
মোহতারমা খোরশেদ জাহান
মোহতারমা বিলকিস সুলতানা

আমরা আপনাদের সকলের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সূচীপত্র

জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও ভবিষ্যত প্রজন্মের দায়িত্ব	০৩
মহীয়সী নারী ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী	০৫
কবিতা	০৬
ভাষা শিক্ষা, প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ	০৮
কৌতুক	০৯
কৈশোরের স্মৃতি	১০
Are you utilizing your Time?	১১
THE ROLE OF KHILAFAT IN OUR DAILY LIVES	১১
The impact of colonization on the power and knowledge constructing Muslim identity	১২
পড়ালেখা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পর্দা কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়	১৩
করোনা	১৬
হঠাৎ দেখা ছায়াপথ	১৭
বেগম রোকেয়ার পরিচিতি ও কর্মময় জীবন	১৮
বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবদান	১৯
আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান অর্জনের জন্য হুজুর (আইঃ) এর নির্দেশনা	২০
ক্যালিগ্রাফি	২১
আমাদের কার্যক্রমের কিছু অংশ	২৪

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ ফযল ও বরকতে লাজনা সংগঠন ২০২২ সালে শতবর্ষ শেষ করবে। ইনশাআল্লাহ্। যা কিনা ১৯২২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সংগঠনের মাধ্যমে মহিলাদেরকে তালীম, তরবিয়্যত এবং দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, মহিলারা যদি শিক্ষিত হয় তবে সমাজ সঠিক শিক্ষা পাবে। ঘরের ভিতর ও বাইরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই মহিলাদেরকে সব সময়ের জন্য প্রাধান্য দিয়েছেন। লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশের তত্ত্বাবধানে উইমেন স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন হুযূরের নির্দেশে ২০১৮ নির্বাচনের মাধ্যমে পথচলা শুরু করে। এ সংগঠনটি আমাদের উমুরে তোলাবা দপ্তরের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রমে অংশ নেয়া সদস্যাগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আমাদের ছাত্রীদের সংগঠিত করে বিভিন্নভাবে কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা। তাদের এই পরিশ্রমের মাধ্যমে তারা প্রকাশ করতে যাচ্ছেন ম্যাগাজিন "আয়েশা" যার নামকরণ হুযূর (আইঃ) নিজে করেছেন। ম্যাগাজিন আয়েশা আমাদের লাজনা ও নাসেরাত বোনদের লেখায় সমৃদ্ধ হবে। সকলের জন্য ঈমান উদ্দীপনার কারণ হবে, ইনশাআল্লাহ্।

হুযূর (আইঃ) আমাদের উইমেন স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন-এর উত্তর উত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। সারাদেশে ছাত্রীবৃন্দ এ ম্যাগাজিনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করবে, এ প্রত্যাশায় দোয়া ও শুভকামনা রইলো।

আল্লাহ্ তা'আলা, আমাদের সকলকে এ ফযিলত দান করুন। হাফেজ, নাসের ও হাদী হউন। আমীন।

খাকসার

রেহেনা খায়ের

সদর লাজনা ইমাইল্লাহ বাংলাদেশ।

শুভেচ্ছা,

আহমদীয়া উইমেন স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ এর উদ্যোগে আয়েশা নামে প্রথমবারের মতো একটি ম্যাগাজিন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত। এই সংগঠনটি হুজুর (আই:) এর নির্দেশনা অনুযায়ী যদিও অল্প সময় হলো বাংলাদেশে গঠিত হয়েছে, তবুও এর সদস্যরা বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যেও বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ও মানবসেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে চলেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তারই ধারাবাহিকতায় এসোসিয়েশনের শিক্ষার্থীদের মনের পরিবর্তন, জানার আগ্রহ ও মেধার উন্মেষ ঘটানোর লক্ষ্যে একটি সৃজনশীল ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের একটি ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও এটা সত্যি যে, বর্তমানে সারা বিশ্বে সোশাল মিডিয়ার প্রভাবে মানুষের মধ্যে পাঠাভ্যাসের জায়গা দখল করে নিয়েছে ফেইসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের মিডিয়া। সৃজনশীল ও গঠনমূলক বিষয়াদি পাঠাভ্যাসের অভাবে হ্রাস পাচ্ছে পড়াশোনার মূল্য এবং বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মদক্ষতা যা মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক ও আবেগীয় বিকাশের পথকে বাধাগ্রস্থ করছে। এই ম্যাগাজিন একটুখানি হলেও শিক্ষার্থীদের মনকে আলোকিত ও আন্দোলিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। এখানে নবীন লেখকদের বিভিন্ন বিষয়ে লেখা থাকবে। আশা করি পাঠকরা ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। 'আয়েশা'র মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও উন্নতি লাভ করবে, ইনশাআল্লাহ্।

"আয়েশা" শিক্ষার্থীদের চলার পথের আলোকবর্তিকা হোক, এর কলেবর ক্রমশ আরো বর্ধিত হোক, এটাই আমার প্রত্যাশা। যারা এই ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য পরিশ্রম করেছেন তাদের সবার প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও দোয়া। আল্লাহ্ আমাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন।

বিনীত-

বিলকিস সুলতানা

সেক্রেটারী, উমুরে তোলাবা, বাংলাদেশ।

জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব ও ভবিষ্যত প্রজন্মের দায়িত্ব

আয়েশা হোসেন আভা
লাজনা ইমাইল্লাহ, মাদারটেক।

সমগ্রসৃষ্টির উপর মানুষের প্রাধান্য বিস্তারের কারণ হচ্ছে ইলম বা জ্ঞান। ইলম না থাকলে আল্লাহকে ভয় করার গুণ থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। আর আল্লাহর ভয়ই হলো নেক কাজের তৌফিক লাভের পন্থা। জ্ঞান তা-ই যা তাকওয়ার দিক থেকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও যা তাকওয়া এবং খোদা তা'লার পানে ধাবিত করে। যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে কুরআন তাদের জন্য পথপ্রদর্শক। জ্ঞানের বরকতেই অন্তরে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। আবার এ জ্ঞানের কারণেই আল্লাহ তা'লা ফিরিশতাদের উপর হযরত আদম (আ:)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে সিজদা করতে বলেছিলেন যা ছিল আল্লাহ তা'লার কুদরত। সর্বজনবিদিত বিষয় হল, যার নিকট ইলম বা জ্ঞান থাকবে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত। জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন,

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا

অর্থ: অতএব প্রকৃত অধিপতি আল্লাহ্ অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আর (কুরআনের) ওহী তোমার কাছে সম্পূর্ণ করে দেয়ার পূর্বে তুমি কুরআন (পাঠের) ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না এবং এ কথা বলতে থাক, 'হে আমার প্রভু প্রতিপালক! তুমি আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করো।
(সূরা ত্বা-হা, ২০: ১১৫)

এখানে মূল যে দোয়াটি শেখানো হয়েছে তা হলো, 'রাব্বি যিদনী ইলমা' আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে এই দোয়া শিখিয়ে মু'মিনদের প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন। এটি নিছক দোয়াই নয় যে মুখে উচ্চারণ করলাম– 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে দাও' আর অমনি জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়া শুরু হয়ে যাবে। বিষয়টি আসলে এমন নয় বরং দোয়াটির মাঝে মু'মিনদেরকে সদা জ্ঞান অন্বেষণে সচেষ্ট থাকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ছাত্র হলে পরিশ্রম করে পড়াশুনা করতে হবে আর পাশাপাশি দোয়া করতে হবে। তাহলে আল্লাহ্ তা'লা গূঢ় রহস্যের প্রকৃত মর্ম উপলব্ধির পথ পরিষ্কার করে দিবেন। জ্ঞানও বাড়িয়ে দিবেন আর তা শুধু ছাত্রদের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয় বরং বয়স্কদেরও এ দোয়া করতে থাকা উচিত। আর এই দোয়ার পাশাপাশি জ্ঞান বৃদ্ধির চেষ্টায় রত থাকতে হবে এবং সে উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে হবে। সুতরাং সর্বস্তরের সকল বয়সের মানুষের জন্য এই একটিই দোয়া। একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, 'উতলুবুল ইলমা মিনাল মাহদি ইলাল্লাহদি' অর্থাৎ 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আমৃত্যু মানুষ যেন জ্ঞানার্জন করতে থাকে।' সুতরাং এই হলো ইসলামে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:) লিখেছেন, মহানবী (সা:)-কে যখন এই দোয়া শেখানো হয়েছে অর্থাৎ এই আয়াতটি তাঁর (সা:) প্রতি যখন অবতীর্ণ হয় তখন তাঁর বয়স ৫৫ বা ৫৬ বছর ছিল। তিনি (রা:) বলেন, এজন্য মু'মিনের মনে করা উচিত, এই নির্দেশনা আমাদের জন্যও। কোন বয়সেই জ্ঞানার্জন থেকে উদাসীন হওয়া ঠিক নয় আর নিরাশ হওয়া উচিত নয়। তারপর এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা:) বলেন, "পৃথিবীতে সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, শৈশব কাল হচ্ছে শেখার বয়স; যৌবন আমল করার বয়স আর বার্ধক্য বিবেক-বুদ্ধির বয়স কিন্তু কুরআন করীমের দৃষ্টিতে একজন প্রকৃত মু'মিন এসব বিষয়কে নিজের মাঝে ধারণ করে নেয়। বার্ধক্য তাকে আমল বা বাস্তবায়ন শক্তি এবং শিক্ষা লাভ থেকে বঞ্চিত করে না। তার যৌবন, তার বিচার বুদ্ধি তাকে অকর্মণ্য করে দেয় না বরং যেভাবে সে শৈশবে যে মাত্র আধো আধো বলা আরম্ভ করে; কথা শুনে তৎক্ষণাৎ সাড়া দিতে তৎপর হয়ে ওঠে আর জিজ্ঞাসা করে– 'এটা কেন? ওটা কেন?' আর তার মাঝে জ্ঞানার্জনের এক অপার কৌতূহল থাকে। এভাবে তার বার্ধক্যও জ্ঞানার্জনে রত থাকে। আর জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তারা নিজেকে কখনো যথেষ্ট মনে করে না। মহানবী (সা:)-এর পবিত্র জীবন থেকে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা:) ৫৫-৫৬ বছর বয়সেও ইলহাম করে বলেছেন– 'রাব্বি যিদনী ইলমা' অর্থাৎ হে মুহাম্মদ আল্লাহ্র রসূল (সা:)! সন্তানের প্রতি মায়ের আচরণ যেমন তোমার সাথে আমার আচরণও তেমনি। তাই বার্ধক্যে যেখানে অন্যরা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় আর তাদের হৃদয় থেকে অধিক জ্ঞান ও বিদ্যা-বুদ্ধি অর্জনের আকাঙ্খা মরে যায়।

তাদের এ কথা বলার অভ্যাস হয়ে যায় যে এমনটি হয়েই থাকে। তোমার মুহাম্মদ (সা:)-এর জন্য আমার দিকনির্দেশনা হলো–সর্বদা খোদা তা'লার সমীপে এই মর্মে দোয়া করতে থাক, হে আমার খোদা! আমার জ্ঞান আরো বাড়িয়ে দাও। আমার জ্ঞান আরো বৃদ্ধি করে দাও। অতএব মুমিন তার জীবনের কোন পর্যায়েই জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে উদাসীন হয় না বরং এক্ষেত্রে সে এক প্রকার স্বাদ ও আনন্দ অনুভব করে। অপরপক্ষে মানুষের জীবনে যখন এমন সময় চলে আসে যে সে উপলব্ধি করে, আমার যা কিছু শেখার ছিল তা শিখে ফেলেছি; আমি যদি কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি তবে লোকেরা (হয়তো) বলবে– এ কেমন মূর্খ লোক রে! সে এখনো অমুক বিষয়ে জানেই না! ফলে সে জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত রয়ে যায়। লক্ষ্য কর! হযরত ইব্রাহীম (আ:) বয়সে বড় ছিলেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বলেন– 'রাব্বি আরিনী কাইফা তুহঈল মাওতা' (সূরা আল বাকারা: ২৫৯) হযরত ইব্রাহিম (অ:) যখন এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন আল্লাহ্ তা'লা তখন জবাবে একথা বলেন নি, ইব্রাহিম! তুমি তো পঞ্চাশ-ষাট বছরের হয়ে গিয়েছ এখন এই ছেলেমানুষী ছাড়। বরং তিনি বলেন, রূহ বা আত্মা কি করে জীবিত হয়? সুতরাং সব বয়সেই জ্ঞানার্জনের কৌতূহল বা বাসনা নিজের মাঝে সৃষ্টি করা দরকার। আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ মর্মে সর্বদা দোয়া করতে থাকা দরকার– হে খোদা! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও। কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে জ্ঞানার্জনের পিপাসা থাকবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে কখনো উন্নতি সাধন করতে পারবে না।"
(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৯-৩৭০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই:) বলেন, "জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে কঠোর পরিশ্রম করা এবং অনেক বেশি চেষ্টার এই গুরুদায়িত্ব আজ আহমদীদের উপরে সবচেয়ে বেশি ন্যস্ত। কারণ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:)-কে কুরআন করীমের জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়েছে। আর তাঁর (আ:) অনুসারীদের ব্যাপারেও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে– আমি তাঁদেরকে জ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এবং যুক্তি-প্রমাণ দান করব। কাজেই এর জন্য চেষ্টা, জ্ঞানার্জনের আগ্রহ এবং এই দোয়া করা আবশ্যক– হে আমার খোদা! হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।" [জুমুআর খুতবা, ১৮ জুন-২০০৪]

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ:) বলেন, "ইলমের অর্থ যুক্তিবিদ্যা বা দর্শন নয় বরং প্রকৃত ইলম তা-ই যা আল্লাহ্ তা'লা আপন অনুগ্রহে দান

করেন। এই ইলম আল্লাহ্ তা'লার মারফতের মাধ্যম হয় আর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার ভয়-ভীতি সৃষ্টি হয়। যেভাবে কুরআন শরীফে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা (সূরা আল ফাতির: ২৯) ইলমের ফলে যদি আল্লাহ্ তা'লার তাকওয়াতে উৎকর্ষ সাধিত না হয় তবে মনে রেখ! সেই ইলম্ মারফাতের উন্নতির মাধ্যম নয়।" [মালফুযাত ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯০; আল হাকাম ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২১]

হযরত মাসরুক (রা:) বর্ণনা করেন, একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা:)-এর কাছে আমরা আসলাম। তিনি বলেন, হে বন্ধুগণ! যদি কেউ কোন জ্ঞানের বিষয়ে জানেন তবে তা বলে দেয়া উচিত আর যে ব্যক্তি জ্ঞানের কোন বিষয়ে জানে না তবে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে জবাবে সে যেন বলে– আল্লাহু আ'লামু অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সবচেয়ে ভাল জানেন। (কারণ এটিও জ্ঞানের কথা, মানুষ যে বিষয়ে জানে না সে যেন সেই বিষয়ে এই কথা বলে– আল্লাহ্ তা'লাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা:)-কে বলেন, (এটি তারই অংশ বিশেষ) হে রসূল! তুমি বলে দাও, আমি এর বিনিময়ে কোন প্রতিদান চাই না আর আমি কোন প্রকার কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করতে চাই না। (বুখারি, কিতাবুত তাফসীর; তাফসীর সূরা সোয়াদ, বাব ক্বওলুহু ওয়া মা আনা মিনাল মুতাওয়াক্কিলীন)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই:) উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে বলেন, "এই বর্ণনার প্রথমাংশে শিক্ষকমণ্ডলীর জন্য শিক্ষণীয় দিকটি হলো– স্কুলে (ক্লাশে) পড়ানোর চেয়ে তাদের প্রাইভেট পড়ানোর প্রতি বেশি মনোযোগ থাকে। দ্বিতীয়ত, কখনো কখনো প্রস্তুতি ছাড়াই পড়াতে চলে আসেন আর নতুন কোন বিষয়ে পড়াতে গেলে তাদের সমস্যা হয় এবং ভুলভাল মুখে যা আসে তাই পড়িয়ে দেয়। আর এভাবে ছাত্রদেরকেও একদিক থেকে ভুল দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। হুযূর বলেন, এটিই সবচেয়ে ভাল উপায়, যদি কোন বিষয়ে না জানা থাকে তবে বলে দিন, আমি জানি না; আজকে আমার প্রস্তুতি নেই। আমি পড়াতে পারব না। ইলম্ যারা শিক্ষা দান করবেন তাদের জন্য সততার দাবি হলো– নিছক নিজের আমিত্বের জন্য বসে পড়বেন না বরং যদি না জানা থাকে তবে বলে দিন, জানি না।" [জুমুআর খুতবা, ১৮ জুন-২০০৪]

অপর এক হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রা:) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা:) বলেন, জ্ঞানার্জন কর। জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গাম্ভীর্য এবং ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর। আর যার কাছে শিক্ষা অর্জন কর তাঁর সাথে বিনম্র ও সম্মানসূচক ব্যবহার কর। (আত্ তারগীব ওয়াত্তারহীব ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭৮ বাবুত্তারগীব ফী ইকরামিল উলামাই ওয়া ইজলালীহিম ওয়া তাওক্বীরিহীম বিহাওয়ালিহী ত্তিবরানী ফীল আওসাতি)

হুযূর (আই:) এই হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন, "সুতরাং এখানে ছাত্রদের জন্য উপদেশ হলো– শিক্ষকদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি করো। ইদানিং বিভিন্ন দেশে ছাত্রদের হরতাল, ভাংচুর ও আন্দোলন হয়; দাবী-দাওয়া আদায়ে তারা সড়কে নামে। দাবী-দাওয়া কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত অথচ ভাংচুর করে রাস্তাঘাটে। রাজপথের সড়ক বাতি বা সরকারী সম্পত্তি অথবা জনগণের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি করে। দোকানপাটে অগ্নিসংযোগ করে। কাজেই এটি বিরাট একটি ভুল এবং বাজে রীতি। এটি তো ইসলামের শিক্ষা নয়। একজন ছাত্র অধ্যয়ন করে তার মাঝে একটি গাম্ভীর্য থাকা আবশ্যক আর নিজের শিক্ষকমণ্ডলী, বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে দুর্বিনীত ব্যবহার নয় বরং শিষ্টাচার ও সম্মান-ভক্তিবোধ সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া আমাদের আহমদী শিক্ষকদেরকেও কদাচিৎ এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। এটি তো আমি প্রসঙ্গক্রমে আমি এখানে উল্লেখ করছি যে, অ-আহমদী নিজেরা পড়াশুনা না করে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয় আর সেক্ষেত্রে যদি আহমদী শিক্ষক হয় তবে তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে সেখানে হরতাল আরম্ভ হয়ে যায়। এ সমস্ত দিক থেকেও কিছু শিক্ষকমণ্ডলী পাকিস্তানে অত্যন্ত সমস্যায় পড়ে যান। আল্লাহ্ তা'লা এমন ছাত্রদেরকে সুমতি দিন আর আহমদী ছাত্ররাও যেন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ জাতীয় অবরোধে একেবারেই অংশগ্রহণ না করে। নিজের মান-সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখুন। আহমদী ছাত্রদের স্বতন্ত্র হতে হবে।"
[জুমুআর খুতবা, ১৮ জুন-২০০৪]

হুযূর (আই:) আরো বলেন, "কেউ কেউ বলে যে, বয়স হলে স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়। আমার মনে আছে আমাদের একজন শিক্ষক ছিলেন যিনি অবসর গ্রহণের পরে কুরআন শরীফ মুখস্ত করেছিলেন। রাবওয়াতে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে কুরআন শরীফ রাখা থাকত আর চালাতে চালাতে পড়তেন।" [জুমুআর খুতবা, ১৮ জুন-২০০৪]

জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব ইসলাম ধর্মে অপরিসীম। ইসলাম জ্ঞানবানদের দিয়েছে ভিন্ন সম্মান ও মর্যাদা। ইসলামের ইতিহাসে দেখা গেছে, কুরআন-হাদিসের বাইরে ইসলামী পণ্ডিতরাও সর্বদা জ্ঞানার্জনের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। এখানে জ্ঞানার্জন সম্পর্কে তেমনই কিছু বিদ্বানদের উক্তি উল্লেখ করা হলো-

* হযরত আলী (রা:) বলেন, 'জ্ঞান ধনসম্পদের চেয়ে উত্তম কেননা জ্ঞান তোমাকে পাহারা দেয় কিন্তু অর্থকে উল্টো পাহারা দিতে হয়। জ্ঞান হলো শাসক, আর অর্থ হলো শাসিত। অর্থ ব্যয় করলে নিঃশেষ হয়ে যায় কিন্তু জ্ঞান বিতরণ করলে আরো বৃদ্ধি পায়।'
[ইমাম গাজ্জালি, এহইয়াউল উলুম : ১/১৭-১৮]

* হযরত মুআয বিন জাবাল (রা:) বলেন, 'তোমরা জ্ঞানার্জন কর। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জনের অর্থ তাকে ভয় করা। জ্ঞানের আকাঙ্খা করা- ইবাদত বিশেষ। জ্ঞান চর্চা করা হলো তাসবিহ পাঠতুল্য। জ্ঞানের অনুসন্ধান করা জেহাদের আওতাভুক্ত। অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞান দেওয়া সদকা। উপযুক্ত ক্ষেত্রে তা ব্যয় করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের কারণ। আর তা হালাল-হারাম জানার মানদণ্ড, একাকিত্বের বন্ধু, নিঃসঙ্গতার সঙ্গী, সুখ-দুঃখের সাথী, চরিত্রের সৌন্দর্য, অপরিচিতের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যম। আল্লাহ জ্ঞানের দ্বারা মানুষকে এমন মর্যাদাবান করেন যা স্থায়ীভাবে তাকে অনুসরণীয় করে রাখে।' [আখলাকুল উলামা: ৩৪-৩৫]

* হযরত আবু দারদা (রা:) বলেন, 'জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে উপার্জিত হয় যেমন ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে ধৈর্য অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি কল্যাণের খোঁজে ব্যতিব্যস্তহয় সে কল্যাণ লাভ করে। যে অকল্যাণ থেকে বাঁচার চেষ্টা করে সে অকল্যাণ থেকে রক্ষা পায়।' [কিতাবুল ইলম: ২৮] হযরত আবু দারদা (রা:) আরো বলেন, কোনো মানুষ জ্ঞানী হয়ে জন্ম নেয় না। তাকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। ' [প্রাগুক্ত]

* হযরত হাসান বসরি (রহ:) বলেন, 'অজ্ঞ আমলকারী পথহারা পথিকের ন্যায়। সে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি করে। অতএব তুমি জ্ঞানার্জন কর এমনভাবে যাতে তা ইবাদতকে ক্ষতিগ্রস্থ না করে, আবার ইবাদত কর এমনভাবে যেন তা জ্ঞানার্জনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে। একদল লোক এমনভাবে ইবাদতে ডুবে থাকে যে, তারা জ্ঞানার্জনের সুযোগ পায় না অথচ তারা উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর তরবারী চালিয়ে দেয়। যদি জ্ঞান থাকতো তাহলে তারা এরূপ কর্মে লিপ্ত হতে পারত না।'
[তারিখে ইসলাম: ১৫৩]

* হযরত মুজাহিদ বিন জুবায়ের (রহঃ) বলেন, 'লজ্জা ও ভয় হলো জ্ঞানার্জনের প্রতিবন্ধকতা।' [ইবনে হাজার, ফতহুল বারীঃ ১/২২৮]

* হযরত সুফিয়ান সাওরি (রহঃ) বলেন, 'যে বিষয় আমি জেনেছি তা যদি আমল করি তবেই আমি মানুষের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী। আর যদি প্রাপ্ত জ্ঞান অনুযায়ী আমল না করি তবে দুনিয়ার বুকে আমার চেয়ে অজ্ঞ আর কেউ নেই।' [প্রাগুক্ত]

* হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, 'মুনাফিক জ্ঞানের পরিচয় দেয় মুখে আর মুমিনের জ্ঞানবত্তা প্রকাশ হয় তার আমলের মাধ্যমে।' তিনি আরো বলেন, 'যদি জ্ঞানের অধিকারীগণ জ্ঞানকে সংরক্ষণ করতেন এবং যথার্থ স্থানে তাকে রাখতেন তবে তারা দুনিয়াবাসীর ওপর জয়লাভ করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য! তারা জ্ঞানকে দুনিয়াদারদের কাছে সমর্পণ করেছেন দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের অভিপ্রায়ে। ফলে তারা অপদস্ত হয়েছেন।' [কিতাবুল উমঃ ১/১৫৬]

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, "আমি সেসব মৌলভীদের ভুলভ্রান্তি সম্বন্ধে জানি যারা আধুনিক শিক্ষার বিরোধী। তারা মূলতঃ নিজেদের ভুলভ্রান্তি ও দুর্বলতাকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে এমনটি করে। তাদের মাথায় এ কথা মজ্জাগত যে, আধুনিক শিক্ষার গবেষণা ইসলাম সম্পর্কে মন্দ ধারণা দেয় আর বিপথগামী করে। আর তারা এই স্বীকৃতি দিয়ে বসে, জ্ঞান বিজ্ঞান ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিষয়। তাদের নিজেদের যেহেতু আন্তঃধর্মীয় মতবাদ বা দর্শনের দুর্বলতা বা ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরার ক্ষমতা নেই তাই তারা তাদের এই দুর্বলতাকে আড়াল করার উদ্দেশ্যে রটে বেড়ায় যে, আধুনিক শিক্ষা অর্জন জায়েয (বৈধ) নয়। নানাবিধ দর্শনের সামনে তাদের অন্তরাত্মা ত্রস্ত থাকে এবং আধুনিক শিক্ষার সামনে তারা নতজানু নীতি অবলম্বন করে।
[মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠাঃ ৪৩, রিপোর্ট জলসা সালানা ১৮৯৭]

সুতরাং আমাদের সন্তানদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রদত্ত কুরআনের জ্ঞান এবং সূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞানের কথার আলোকে
নিত্যনতুন বিষয়ে অধ্যয়ন করিয়ে তবেই পৃথিবীর মুখ দলিল-প্রমাণ দিয়ে বন্ধ করতে হবে। পুরুষ-মহিলা সবাইকে এক হয়ে
চেষ্টা করতে হবে যাতে আমরা আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে রক্ষা করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সুষ্ঠুভাবে ধর্মীয় ও
জাগতিক জ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে তা প্রতিষ্ঠিত করার তৌফিক দান করুন।

-আমীন।

মহীয়সী নারী ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী

পলি আক্তার
বি এ অনার্স , এম এ ইংলিশ ,জামাতা ঘাটুরা

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম সাহিত্যিক, নারী শিক্ষার প্রবর্তক ও সমাজ সেবিকা হিসেবে নওয়াব ফয়জুন্নেসার নাম চির স্মরণীয়। ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ১৮৩৪ সালে বর্তমান কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার অন্তর্গত পশ্চিম গাঁও (সে সময়ের হোমনাবাদ পরগনার) অন্তর্গত এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন তার বাবার প্রথম কন্যা সন্তান। তিনি ছিলেন মোঘল রাজত্বের উত্তরসূরী। এই মহীয়সী নারীর দুই ভাই এবং দুই বোন ছিল। জমিদার বংশের সন্তান হিসেবে বেশ আরাম আয়েশের মধ্য দিয়ে তিনি বেড়ে উঠেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর পড়াশোনার প্রতি ছিল প্রচুর আগ্রহ। তার এই আগ্রহ দেখে তার বাবা তার জন্য একজন গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত করেন। গৃহ শিক্ষকের সাহায্যে ফয়জুন্নেসা তৎকালীন সময়েই খুব দ্রুত বাংলা, আরবি, ফার্সি ও সংস্কৃত এ চারটি ভাষায় দক্ষতা লাভ করতে সমর্থ হয়। ১৮৬০ সালে ফয়জুন্নেসার দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং সে সময়ের স্বনামধন্য জমিদার সৈয়দ মোহাম্মদ গাজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। দাম্পত্য জীবন খুব একটা সুখের হয়নি। এক পর্যায়ে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। স্বামীর সাথে বিচ্ছেদের পর তিনি সমাজ সংস্কার ও গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম মহিলা নওয়াব। তিনি অনেকটা নিজের অদম্য ইচ্ছার কারণে শিক্ষিত হন। সমাজ সংস্কারক হিসেবে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের কারণে মহারানী ভিক্টোরিয়া তাকে ফয়জুন্নেসা বেগমের পর "নওয়াব" উপাধি দেন। ১৮৮৯ সালে তার নির্দেশক্রমে ফয়জুন্নেসাকে এক আড়ম্বর পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নওয়াব উপাধি দেয়া হয়। তিনি সমাজ সংস্কারের অংশ হিসেবে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি জোর দেন।

১৮৭৩ সালে বেগম রোকেয়ার জন্মের প্রায় সাত বছর পূর্বেই নারী শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্য তিনি কুমিল্লায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দেশে বিদেশে শিক্ষা প্রচারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। মেয়েদেরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য তিনি সবসময় উৎসাহিত করেন। তিনি মেয়েদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার জমিদারি আয় থেকে মেয়েদের জন্য নির্মিত এ হোস্টেলের সব খরচ বহন করা হতো। মেয়েদের জন্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি মেয়েদের স্বাস্থ্য রক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া তিনি ১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অনেকগুলো দাতব্য প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, এতিমখানা এবং সড়ক নির্মাণ করে তার মানবতাবাদী ও সমাজ সংস্কারের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর সাহিত্য সাধনা ছিল খুব অল্প সময়ের। তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক লেখক। তৎকালীন সমাজের কুসংস্কারের বেড়াজালে অবরোধবাসিনী হয়েও ফয়জুন্নেসা সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছেন। তার সাহিত্য কর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ রূপজালাল, সংগীতসার, সংগীতলহরী ইত্যাদি। তৎকালীন সময় তিনি জমিদারী পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত, বিচক্ষণ ও কর্মদক্ষ। তাই ১৮৭৩ সালে তার বাবা মারা যাওয়ার পর তিনি পশ্চিম গাঁও এর জমিদারী লাভ করেন এবং ১৮৮৫ সালে মাতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি তাঁর চিন্তা ও কাজকর্মে ছিলেন সে সময়ের চেয়ে বেশী আধুনিক। তিনি একজন নারী হয়েও সে সময়ের সকল কুসংস্কার এড়িয়ে জমিদারির কঠোর দায়িত্ব সফল ভাবে পালন করতে পেরেছিলেন। ১৯০৩ সালে ২৩ শে সেপ্টেম্বর এই মহীয়সী নারীর জীবনাবসান ঘটে। তাঁকে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ১০ গম্বুজ মসজিদের পাশে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। নওয়াব ফয়জুন্নেসার জীবন বৃত্তান্তে যে বর্ণনা পাই তা থেকে জানা যায় যে, মেয়ে বলেই জীবনের সব বাঁধা মেনে নিয়ে বসে থাকার চেয়ে সকল পরিস্থিতি, পরিবেশের বেরাজাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে সামনে এগিয়ে যাওয়াই উত্তম। কেননা ইচ্ছা শক্তি ও অদম্য স্পৃহা থাকলে যে কোন নারী যেকোনো পরিবেশ পরিস্থিতি উপেক্ষা করে জীবনে সফল হতে পারে। "নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী" তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কবিতা

আমার সহচরি

মারিয়া ইসলাম প্রজ্ঞা
শ্রেণী ঃ দ্বাদশ, জামাত ঃ ঢাকা

বন্ধু মানে চারদিকের
রঙ্গিন রঙ্গিন আলো,
বন্ধু মানে মনের মানুষ
সাদা হোক বা কাল।

বন্ধু মানে বিপদ এলে
পালায় না সে ছেড়ে,
প্রাণ দিয়ে সাহায্য করে
যতটুকু সে পারে।

বন্ধু মানে খোলা আকাশ
বন্দী থেকে মুক্তি,
বন্ধু মানে দুঃসময়ে
পাশে থাকার চুক্তি।

সম্মানিত নবী

নামঃ নাজমুন নাহার (শম্পা)
শ্রেণী ঃ দ্বাদশ

প্রিয় মানব নূর নিয়ে এলো আমেনার কোলে
আব্দুল মুত্তালিব তাই দেখে নিল কোলে তুলে।
খুশি হয়ে আল্লাহ্‌তা'লা দিলেন রহমতের চাদর।
অশ্রু সিক্তে বলতে হয় নবী পাননি বাবার আদর।

দীর্ঘ তেইশ বছরে কেউ পাইনি খুঁজে মিথ্যে কথার গ্লানি।
জিব্রাঈল নিয়ে এলেন আরশ থেকে আল্লাহ্‌র পবিত্র কোরআনের বাণী।

মক্কার জমিনে ছিলো না এতিমদের ছিলো না কোন সাথী।
ভালোবেসে হাত বুলিয়ে মাথায়, জ্বেলেছেন আলোর বাতি।

জাহিলি যুগে ছিলো না নারীদের কোন মান।
কোরআনের আলো দিয়ে রেখেছেন নবী (সাঃ) নারীদের সম্মান।

আমার মা

নামঃ দিনাত জাহান
শ্রেণী ঃ ষষ্ঠ

তোমার জন্য কাঁদতে পারি,
হাসতে পারি বটে।
তুমি পাশে থাকবে মাগো,
থাকবে হৃদয় মাঝে।
তুমি মাগো আশার আলো,
দুই নয়নের মনি।
তুমি আমার সুখের দিশা,
ভালোবাসার খনি।
মধুর চেয়ে মিষ্টি অধিক,
নামটি হোল মা।
এই জনমে মায়ের কোন
হয় না তুলনা।

রাসূল (সাঃ)

নামঃ দিনাত জাহান
শ্রেণী ঃ ষষ্ঠ

রাসূল, রাসূল, দ্বীনের রাসূল,
গঠন করিলে তুমি হিলফুল ফুজুল।
কাটিয়েছ শৈশব হালিমার ঘরেতে,
চরিয়েছ বকরি তায়েফের মাটিতে।
তব নাম জপে মন।
বনে বনে বুলবুল
ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূল।
আল আমীন নাম তব, ছিল নাকো কোন ভয়,
আচরণে খাদিজাকে করেছিলে তুমি জয়,
গুণবতী মহিলা সে
সেবাতে নেই কোন ভুল
ইয়া রাসূল, ইয়া রাসূল।

কবিতা

নবীন ধারা

নামঃ মারিয়া ইসলাম প্রজ্ঞা
শ্রেণী ঃ দ্বাদশ, জামাত ঃ ঢাকা

অপেক্ষার প্রহরে বিদায় নেবে আজ
তোমরা নবীনরা হবে সেই মঙ্গলবাদী,
যুক্ত হবে আজ নতুন এক সংগঠনে
জামাতের জন্য তোমরা সেই সম্ভাবনাময় শুভাকাঙ্খী।

রঙ্গিন রাঙ্গানো স্মৃতিগুলোর অন্তরালে
প্রবেশ করবে আজ নবীন লাজনার দলে,
আহমদিয়া শিক্ষার সহিত
জীবন গড়বে সততার তীরে।

তোমরা ঘুচাবে সারাবিশ্বের আঁধার
নিষ্ঠা দিয়ে ধরবে সেই সত্যের হাল,
কারণ এই জামাতের জন্য
তোমরা হচ্ছো জ্যোতির্ময় মুক্ত তলোয়ার।

এই সত্য জামাত তোমাদের শক্তি দেবে
তাই নেইকো কোনো ভয়,
সাহস নিয়ে এগিয়ে যাবে
কারণ সত্যেরই হবে জয়।

এই ঐশী জামাত তোমাদের শক্তি দিবে
জীবনের সকল বাধা করবে জয়,
তোমাদের দ্বারাই তো মুকুলিত হবে
এই জামাত এর পরিচয়।
সর্বদা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা রেখো
তিনি সকলের মাবুদ, সকলের হুকুমদাতা
তিনিই চূর্ণ করবেন
সকল পাপীষ্ঠের অত্যাচার।

এক টুকরো আলোর জন্যও
ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করবে সর্বদা,
যিনি সেই আলোর স্রষ্টা
তাঁর কাছেই করবে চির প্রার্থনা।

আল্লাহ্ তা'আলাই তোমাদের দেখাবেন
সেই আলোকিত উত্তম পথ
যে পথে থাকবে
তোমাদের জন্য অসীম রহমত।

সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে করবে কাজ
কেবা শত্রু কেবা বন্ধু,
থাকবে না কোনো ঝগড়া-বিবাধ
সংঘবদ্ধ হয়ে জামাতের খাতিরে করবে কাজ।

আমাদের অগ্রজ লাজনা বোনদের মতো
কর্মনিষ্ঠায় আত্মোৎসর্গ করে যাবে,
এতে রয়েছে তোমাদের সার্থকতা
তবে তো জীবনে অর্জন করতে পারবে অনেক সফলতা।
আহমদীয়া শিক্ষা অনুসারে
নিজের জীবন গড়বে,
থাকবেনা না কোনো ঘৃণা অহংকার
তবেই তো আহমদীয়াতের ঘটবে প্রসার।

এভাবে সত্যের আলোকবর্তিকা হাতে নবীনেরা এগিয়ে যাবে
সমাজের সকল অশুভের অবসান ঘটাবে
দিগন্তের নতুন সূর্যতো উঠবেই,
জগতের ঘোর অমানিশা কেটে গিয়ে
চারদিকে সুবাসিত ফুল ফুটবে।

প্রাণের জামাত - চট্টগ্রাম

নাম: ফিজা আহমেদ
শ্রেণী ঃ মাধ্যমিক, জামাত: চট্টগ্রাম

শুনো শুনো সবাই
চক্ষু মেলিয়া দেখো
স্বপ্ন নয়, সত্য বলছি
আজ মোরা শতবর্ষ পালন করছি।।

বহুদিন পর উৎসবের সাজে সেজেছে চট্টগ্রাম,
শতবর্ষ পালন করছে লাজনা-নাসেরাত-আনসার-খোদ্দাম।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে হাজারো শুকরিয়া
দেখতে দেখতে একশটি বছর গেল পার হইয়া,

স্মৃতির পাতা দেখিয়া আজও নয়ন হয় অশ্রুতে পূর্ণ
স্মরণ করছি তাদের যাদের অবদানে আজ চট্টগ্রাম জামাত পরিপূর্ণ।

বিরুদ্ধবাদীরা আজও মুষ্টি ভরে ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে
আমরা বলি, ঐ দেখো ভাই বিজয়ের নিশান উড়ছে।

প্রাণের জামাত আজ উল্লাসে মুখরিত
শতাব্দীর সাক্ষী হয়ে সবাই একত্রিত
স্বপ্ন নয়, সত্য বলছি
আজ মোরা শতবর্ষ পালন করছি।

(আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের শতবর্ষ উপলক্ষ্যে কবিতাটি লিখেছি)

ভাষা শিক্ষা, প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ

নাসিরুর রহমান ইনাব
বি.এস.সি (এগ্রিকালচার), এম.এস.সি (হর্টিকালচার), জামাত ঃ মানারটেক

মনের ভাব প্রকাশ করার প্রধান মাধ্যম হল ভাষা। ভাব বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমনঃ ইশারায়, ছবি এঁকে, অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে। কণ্ঠধ্বনির সাহায্যে মানুষ যত বেশি মনের ভাব প্রকাশ করে অন্য কোনো ভাবে তা পারে না। আর এর প্রধান কারণ অন্যরা কণ্ঠধ্বনি সহজেই বুঝতে পারে। মাতৃভাষার পরে আমরা কখনো শখে আবার কখনও প্রয়োজনে অন্য ভাষা শিখি। তাতে আমরা নতুন সংস্কৃতিকে জানতেও পারি। আহমদী হিসেবে, আমরা মাতৃভাষার পরে, আরবী শিখতে পারি কোরআন মজীদ কে বুঝতে ও জানতে। উর্দু ভাষা শিখতে পারি, মাওউদ (আঃ) কে জানতে, বুঝতে তাঁর রচিত জ্ঞানের সম্ভার রচনা গুলো পড়তে,আর আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি তো অবশ্যই জানতে হয়। এখন আসি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, ভাষা আমরা কিভাবে শিখতে পারি আর কিভাবে সেটাকে প্রফেশনালি কাজে লাগতে পারি। একটা সময় মানুষ নিজের মাতৃভাষার বাইরে অন্য ভাষা শিখতো কেবল প্রয়োজনের তাগিদে। হতে পারে সেটা বিদেশে পড়ালেখার জন্য কিংবা ব্যবসার কাজে, আবার অনেকে শিখতো শখের বশেও। তবে সময়ের সাথে সাথে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে নিজের ভাষার বাইরে অন্য ভাষা শেখা থাকলে তা বাড়তি যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শুধু তাই নয়, একাধিক ভাষা জানা থাকলে দোভাষী হিসেবেও কাজের সুযোগ থাকে। বর্তমানে এমন অনেক পেশা রয়েছে যেখানে মাতৃভাষার বাইরে অন্য দুই একটি ভাষা জানলে কাজের সুযোগ থাকে অন্যদের চেয়ে বেশি। পর্যটন খাত এর মধ্যে অন্যতম। এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা, বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি জায়গাতেও থাকে কাজের সুযোগ। এ ছাড়া চাইলে অনুবাদক হিসেবেও কাজ করা যায়। বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে অনুবাদকদের আছে বেশ ভালো চাহিদা।

যেখান থেকে শেখা যাবে ঃ ভাষা শেখার জন্য দেশে আছে অনেক প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট। এখানে জার্মান, আরবি, জাপানি, ফরাসি, স্প্যানিশ, তুর্কি, কোরিয়ান প্রভৃতি ভাষা শেখা যাবে। এখানে যেকোনো ভাষার কোর্সে যে কেউ ভর্তি হতে পারবেন। তবে এ জন্য শিক্ষার্থীকে কমপক্ষে উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হতে হবে। বিদেশি ভাষা শেখার জন্য সেসব দেশের দূতাবাস পরিচালিত বেশ কিছু ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র রয়েছে বাংলাদেশে। এর মধ্যে জার্মান ভাষা শেখার জন্য আছে গ্যেটে ইন্সটিটিউট। এখানে জার্মান ভাষার এ১, এ২, বি১, বি২, সি১, সি২ লেভেল পর্যন্ত সম্পন্ন করা যাবে। এ ছাড়া ফরাসি ভাষা শেখার জন্য আছে ফ্রান্স দূতাবাস পরিচালিত অলিয়াস ফ্রঁসেজ, রুশ ভাষা শেখার জন্য রাশিয়ান কালচারাল সেন্টার প্রভৃতি। এর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও বর্তমানে ভাষা ইন্সটিটিউট তৈরি করা হয়েছে। আর বেসরকারি কয়েকটি ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রও রয়েছে।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জানুয়ারি ও জুলাইয়ে ছয় মাস মেয়াদি জাপানি ভাষা শিক্ষার কোর্সে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ভর্তি করা হয়। এই কোর্সটি সম্পন্ন করতে খরচ হবে ১৫ হাজার টাকা। আরবি, চীনা, ফরাসি, জার্মান, হিন্দি, স্পেনীয়-এই ভাষাগুলোতেও তিন মাস মেয়াদি সংক্ষিপ্ত কোর্স রয়েছে, যাতে খরচ হবে পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার টাকা। এসব সংক্ষিপ্ত কোর্সের জন্য কোনো ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে হয় না। বিশেষভাবে ইংরেজি ভাষার ওপর এখানে একটি দুই বছর মেয়াদি এমএ ইএলটি (এমএ ইন ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ টিচিং) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু রয়েছে, যাতে খরচ হয় ৪০ থেকে ৪৫ হাজার টাকা) চীন, জাপান, কোরিয়া, রাশিয়া, জার্মান ও কানাডা প্রভৃতি দেশ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা জানা থাকলেই শিক্ষাবৃত্তি/স্কলারশিপ প্রদান করছে। সাধারণত জানুয়ারি-এপ্রিলের মধ্যে বাংলাদেশে অবস্থিত এসব দূতাবাসের ওয়েবসাইটে গেলেই এসব স্কলারশিপের সন্ধান মেলে। কয়েক বছর ধরে প্রায় প্রতিবছরই আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের চীনা ভাষার শিক্ষার্থীরা এই সুযোগ পেয়ে আসছেন। শুধু ছাত্রছাত্রী নন, অনেক চাকরিজীবীও নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে বিদেশি ভাষা শিখছেন। তাই অনেককেই এখন আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটমুখী হতে দেখা যায় আর ভর্তিযুদ্ধে দিন দিন প্রতিযোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভর্তির সময় ও খরচ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রে প্রতি বছর মে-জুন মাসে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটি মূলত জুনিয়র কোর্স। এখানে বেশিরভাগ কোর্সের মেয়াদ এক বছর। এর পাশাপাশি বছরের বিভিন্ন সময়ে স্বল্পমেয়াদী কোর্সে অংশগ্রহণের সুযোগও আছে। কয়েকটি ভাষার জন্য চার বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্সের সুযোগও আছে এখানে। এখানে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ৪ হাজার টাকা পর্যন্ত খরচ হতে পারে। গ্যেটে ইন্সটিটিউটে জার্মান ভাষা শেখার জন্য বছরে ৪টি সেশন রয়েছে। ভাষা শেখার পর দক্ষতার প্রমাণ দেওয়ার জন্য পরীক্ষার ব্যবস্থাও আছে এখানে। এখানে ভাষা শেখার জন্য প্রতি লেভেলে খরচ হবে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা। অলিয়াস ফ্রঁসেজে সম্পূর্ণ কোর্স শেষ করতে সময় লাগবে ১ বছর। এর প্রতি তিন মাস মেয়াদী সেমিস্টারে খরচ পড়বে সর্বোচ্চ ১২ হাজার ৩০০ টাকা পর্যন্ত। রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারে তিন থেকে নয় মাস মেয়াদী কোর্স চালু আছে।

কাজের সুযোগ ঃ একাধিক ভাষায় দক্ষদের জন্য কাজের বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনাকারী বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা প্রায়ই দোভাষী এবং অনুবাদক নিয়োগ দিয়ে থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন গণমাধ্যম, দূতাবাস প্রভৃতি জায়গায়ও কাজ করা যায়। বিদেশি ভাষায় দক্ষদের জন্য পর্যটন খাতে কাজের অনেক সুযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে চাইলে ট্যুর গাইড হিসেবে যেমন কাজ করা যায়, তেমনি শুধু দোভাষী হিসেবে কাজ করেও আয় করার সুযোগ থাকে। এ ছাড়া বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা কেন্দ্রে খণ্ডকালীন ক্লাস নেওয়ার সুযোগও থাকে তাদের জন্য। বর্তমানে ঘরে বসে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি অন্যতম মাধ্যম হলো ফ্রিল্যান্স আউটসোর্সিং। বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে আছে অনুবাদের বিপুল পরিমাণ কাজ। এসব কাজের মাধ্যমে বড় অংকের অর্থ আয় করা সম্ভব।

কৌতুকঃ

১ (ডাক্তার ও রোগীর কথোপকথন)

ডাক্তার ঃ Next.
রোগী ঃ ডাক্তার সাহেব আমার Yes Water রোগ হয়েছে।
ডাক্তার ঃ Yes water এটা আবার কী ধরনের রোগ।
রোগী ঃ আপনি ডাক্তার হয়ে এটা জানেন না।
ডাক্তার ঃ আরে বাবা বলুন আপনার কী রোগ হয়েছে।
রোগী ঃ Yes মানে হা আর water পানি।
ডাক্তার সাহেব আমার হাঁপানি রোগ হয়েছে।

তাহসিন আহমদ চৌধুরী
জামাত ঃ জামালপুর হবিগঞ্জ

২ আপনারা দেখছেন অমুক টিভি

সর্দারজির বাড়িতে বেড়াতে গেছে তার এক বন্ধু। গিয়ে দেখে সর্দারজি সারা ঘর আতিপাতি করে কী যেন খুঁজছে। বন্ধু বলল-
বন্ধু ঃ কী খুঁজছো তুমি?
সর্দারজি ঃ লুকানো ক্যামেরা।
বন্ধু ঃ বলো কি! তোমার ঘরে লুকানো ক্যামেরা লাগালো কে?
সর্দারজি ঃ ওই টেলিভিশন চ্যানেলওয়ালারা।
বন্ধু ঃ কী করে বুঝলে?
সর্দারজি ঃ ওরা একটু পরপরই বলে, আপনারা দেখছেন অমুক টিভি। আমি যে অমুক টিভি দেখছি, ও ব্যাটা বুঝল কী করে!

- সংগৃহিত

আমাতুস শাফি রিসা
জামাত ঃ ঢাকা

৩ কিছু না করে উল্টো ক্ষেপে গেল

হেঁটে যাচ্ছিল দুই বন্ধু। হঠাৎ উপর থেকে বিদ্যুতের তার ছিড়ে পড়লো বল্টুর গায়ে। চিৎকার করে সে পড়ে গেল মাটিতে। মুখ দিয়ে গোঁঙানি বেরিয়ে আসছে। বন্ধুর সাহায্যে কিছু না করে উল্টো ক্ষেপে গেল লাল্টু। ধমক দিয়ে বলল-
লাল্টু : আরে ভীতুর ডিম, ওঠ! দুদিন ধরে কারেন্ট নাই, জানোস না!
এবার বল্টু লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালো। স্মার্টলি গা-হাত-পা থেকে ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল-
বল্টু : থ্যাঙ্কস, বন্ধু! আজ তুই না থাকলে তো মরেই গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা জানতামই না।

- সংগৃহিত

নিদাউল ইসলাম
জামাত ঃ খুলনা

৪ বাবার সব কথা মান্য করতে শুরু করেছি

১ম বন্ধু ঃ স্কুলে আসা বন্ধ করে দিলি কেন দোস্ত! ঘটনা কী?
২য় বন্ধু ঃ এখন থেকে বাবার সব কথা মান্য করতে শুরু করেছি।
১ম বন্ধু ঃ তোর বাবা স্কুলে আসতে মানা করলো তোকে?
২য় বন্ধু ঃ না, কিন্তু বাবা সবসময়ই বলেন, একই স্থানে রোজ রোজ গেলে ইজ্জত থাকে না।

- সংগৃহিত

নাফিয়া সুলতানা
জামাত ঃ খুলনা

৫ অতিথি আপ্যায়নের জন্য ট্যাক্সি!

বাড়িতে অতিথি এসেছেন। মা বল্টুকে ডেকে বললেন,
'বাবা বল্টু, জলদি অতিথিদের জন্য বাইরে থেকে একটা কিছু নিয়ে আয় তো।'
দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বল্টু। কিছুক্ষণ পর ফিরল খালি হাতে-
মা ঃ কী হলো? কী আনলি ওনাদের জন্য?
বল্টু ঃ ট্যাক্সি! ওনারা যেন চটজলদি বাড়ি ফিরতে পারেন!

- সংগৃহিত

তাসনিম
জামাত ঃ ঢাকা

৬ চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কারণ কী?

অফিসের বড় কর্তা ও সেন্টুর মধ্যে কথা হচ্ছে-
বড় কর্তা ঃ আচ্ছা আপনি আগের চাকরিটা ছেড়ে দিলেন কেন?
সেন্টু ঃ অসুস্থতার জন্য, স্যার।
বড় কর্তা ঃ তা কী হয়েছিল আপনার?
সেন্টু ঃ আরে আমার তো কিছুই হয়নি। ওই অফিসের বড় কর্তাই তো আমার কাজে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, মানে তার প্রায় মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়েছিল স্যার।

- সংগৃহিত

শাহিদা
জামাত ঃ ঢাকা

কৈশোরের স্মৃতি

বুশরা আহমেদ
বি.এ.অনার্স (ইংরেজি), জামাতঃ মালারটেক

দেশের বাড়িতে যাওয়ার পথে নদীতে নৌকা ভ্রমণের সুযোগ অনেকেরই হয়েছে। নৌকায় চড়তে ভালো লাগে না এমন মানুষ হয়তো হাতে গোনা। গ্রামে যাদের বাড়ি তাদের সবারই প্রায় নদী বা খালে নৌকা ভ্রমণ করার সুযোগ হয়েছে। আমাদের গ্রামের বাড়িও মেঘনা নদীর পাড়ে, তাই আমারও গ্রামে যাবার সময় নৌকায় চড়ার বেশ কয়েকবার অভিজ্ঞতা হয়েছে। বর্ষার সময় মেঘনা নদী যাদের দেখার সুযোগ হয়েছে, তারা জানে কি বিশাল বিস্তার এই নদীর। আর বৈশাখ মাসের খড়তপ্ত নদী পাড়ের গ্রামগুলোতে যখন কালবৈশাখী হানা দেয়, তার ভয় ধরানো রূপও নিশ্চয় অনেকেই দেখেছে। খোলা নদীর বুকে তেমনই এক কালবৈশাখী ঝড় দেখার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিলো গ্রামের বাড়িতে থাকাকালীন সময়।

যেহেতু গ্রীষ্মকালীন ছুটিতে স্কুল বন্ধ ছিল তাই আমরা পরিকল্পনা করি এই সময়টায় নানু বাড়ি যাবো এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী খালা খালু ও ছোট ছোট খালাতো ভাই সবাই একসাথে হয়ে খুব মজা করে রওনা ও দিয়ে দিলাম নানুরবাড়ির উদ্দেশ্যে। নানু বাড়ি যেতে প্রথমে ট্রেনে করে ভৈরব এরপরে নৌকায় অথবা লঞ্চে করে গ্রামে যেতে হয়। সেই বার আমরা পরিচিত এক আত্মীয়ের ইঞ্জিনচালিত নৌকায় গিয়েছিলাম। আমার কাছে বরাবরই নৌকা ভ্রমণ খুব আনন্দের ছিল।। এই বিশাল মেঘনা নদী দেখতে দেখতে কখন যে মনের অজান্তে নানু বাড়ি পৌঁছে যেতাম সেটা সেই কৈশোর মনকে বুঝানো প্রায় অসম্ভব ছিলো।

গ্রামের একদিক দিয়ে মেঘনা নদী বয়ে যাচ্ছে। অন্যদিক থেকে তিতাস নদী এসে মেঘনা নদীর সাথে মিলেছে। দুই নদী যেখানে মিশেছে, সেই জায়গাটাকে বলা হয় টেক। অদ্ভুত সুন্দর একটা জায়গা। আমার খালতো, চাচাতো ভাইবোনদের সাথে নদীর আশেপাশে অথবা গ্রামের ছায়াঢাকা গাছগুলোর নিচে বাইরে বাইরেই ঘোরাঘুরির মধ্যেই সারাটা দিন কাটছিলো। বাড়িতে ছিলো বেশ কিছু জাম গাছ। একদিন তোড়জোড় করে গাছগুলো থেকে ঝাঁকা ভর্তি জাম পাড়া হলো এবং বৈশাখের কড়া রোদের মধ্যে জাম ভর্তা যে কি মজা তা হয়তো ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। বাড়ির একদম গা ঘেষে বয়ে যাওয়া নদীর একটা শাখার ওই পারে বিস্তির্ণ চরের বালিয়াড়ী। শুকনোর দিনে অনায়াসে গলাপানি পার হয়ে চরে যাওয়া যায়। ওই পারে গেলেই পাওয়া যাবে মিষ্টিআলু, মটরশুটি আরো অনেক কিছু যেন উত্তপ্ত বালুতে সবুজের এক চোখ জুড়ানো সমাহার। একসাথে ভাই বোনদের কে নিয়ে চরে যেয়ে ঘুরে বেড়ানো এক অসাধারণ অনুভূতি।

একদিন খালু আর খালাতো ভাইদের সাথে টেকের কাছে এক মরিচ ক্ষেত থেকে বেশ অনেকগুলো মরিচ সংগ্রহ করে নিয়ে আসলাম এবং অন্যান্য ক্ষেত থেকে ও নানা রকম সবজি সংগ্রহ করি এবং সেগুলো দিয়ে সবাই মিলে চড়ুইভাতি খেলেছিলাম। আমাদের দলটা বেশ বড়ই ছিলো। আম্মু আর আমরা দুই ভাই বোন, খালু খালা আর তাদের দুই ছেলে, এ ছাড়া গ্রামের মামা চাচাদের ছেলে মেয়েরা। একদিন আমরা আমাদের পাশের কয়েকটা গ্রাম থেকেও ঘুরে আসলাম। আমাদের গ্রামের পাশে বীরগাঁও নামে আরেকটা বেশ বড় গ্রাম, যেটাতে নদীর শাখা পেড়িয়ে যেতে হয়। বীরগাঁও হচ্ছে বাংলাদেশের জামাতে ইসলামের প্রধান গোলাম আজমের বাড়ি। বীরগাঁয়ে একটা বেশ বড় মাজারও আছে। একদিন সবাই মিলে ঠিক করা হলো আমরা সেই মাজার দেখতে যাবো। কারণ গ্রামের সবাই বলছিল মাজার টি দেখতে নাকি খুবই সুন্দর। মায়ের এক চাচাতো ভাইয়ের ইঞ্জিনচালিত নৌকা ঠিক করা হলো। বেশ বড় নৌকা, ৩০ জন অনায়াসেই জায়গা করে নিতে পারে। নৌকার চালার নিচে বেশ অনেকটা জায়গা। এছাড়া চালার ওপরে বসার ব্যবস্থাও আছে। আমার বেশ কয়েকবার চালার ওপর বসার অভিজ্ঞতাও হয়েছে ভৈরব থেকে এই ইঞ্জিন নৌকাতেই গ্রামে আসার সময়। তোড়জোড় করে বের হতে হতে বিকেল হয়ে গেল। সারাটা দিন ভীষণ ভ্যাপসা গরম ছিলো। কেমন থম থমে আবহাওয়া দেখে আমার নানু বললেন ঝড় আসতে পারে আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি চলে আসি, অন্ধকার নামার আগেই। আমরা সব ভাইবোন আর মা খালারা মিলে যখন রওয়ানা দিলাম তখন দিনটা আরো গুমোট হয়ে এসেছে। ঝড় যে আসবে তার পূর্বাভাস কিন্তু সবাই বুঝতে পারছিলো। নদী পার হতে কিন্তু বেশি সময় লাগলো না। ওপাড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি মাজার দেখতে চললাম। নদীর পার থেকে বীরগাঁয়ের মূল রাস্তাটাতে উঠতে বেশ খানিকটা হাঁটতে হয়, পাট ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে পায়ে চলা পথে। মাজারটা গ্রামের এক ধারে। বেশ বড় মাজার। মাজারের খাদেম আমরা দেখতে এসেছি শুনে ভেতরে ঢুকে দেখতে দিলেন। সময় ছিলো না তাই গ্রামের ভিতরে আর ঢুকলাম না। মাজার থেকে বেড়িয়ে দেখি আলো বেশ কমে এসেছে আর গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে। আমরা পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি নৌকায় ফিরলাম। নৌকার যে চালক ছিলো সেও ঝড় শুরু হওয়ার আশঙ্কা করছিলো, বললো ঝড় শুরু হওয়ার আগেই নদী পেরিয়ে যেতে হবে যেভাবেই হোক।

রওয়ানা দিবার সাথে সাথে একটা দমকা বাতাস গায়ে লাগলো। সেই বাতাস ছিলো গরম। আমার এইরকম অভিজ্ঞতা আগে কখনো হয়নি। নদীর ওপর এইরকম গরম বাতাসের ঝাপটা সবার মনে ভয় ধরিয়ে দিলো। শাখা নদী হলেও যথেষ্ট গভীর পানি, বড় বড় ঢেউ দিচ্ছিলো। ইঞ্জিন নৌকা হওয়াতে বেশ জোরেই চলছিলো। আমরা বেশ কয়েকজন নৌকার চালায় বসে ছিলাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাতাসের বেগ বেড়ে গেল। এইবার আর গরম বাতাস না, গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে সাথে ঠান্ডা ঝড়ো বাতাস। সারাদিনের ভ্যাপসা গরমের পর এই বাতাসটা প্রাণ জুড়িয়ে দিলেও ভয় কিন্তু বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। বড় বড় ঢেউ এর ধাক্কায় নৌকা এদিক ওদিক দোলা শুরু করলো। সবার মধ্যে চাপা আতঙ্ক। বৃষ্টির বেগ আরো একটু বাড়লো। খালু আমাদেরকে তাড়াতাড়ি নেমে আসতে বলছিলো। নৌকার চালায় যারা ছিলাম তারা সবাই তাড়াহুড়ো করে নেমে আসলাম। খালু আমাদের নামতে সাহায্য করছিলো। সবাই পাদাপাদি করে চালাঘরের নিচে আশ্রয় নিলাম। আরো বড় বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় নৌকার ওপরে পানির ঝাপটা এসে পড়ছিলো। এত বড় নৌকাটা ভীষণ দুলতে লাগলো। ছোটদের মধ্যে দু-একজন কেঁদেই ফেললো। আমরা সবাই দোয়া পড়তে শুরু করলাম। আমরা যারা শহরে থাকি তাদের জন্য অভিজ্ঞতাটা সত্যি ভয়ানক ছিলো। শেষ পর্যন্ত এই ঝড়ের মধ্যেই দোয়া করতে করতে নদী পার হয়ে আসলাম। আমাদের কপাল ভালো যে মূল ঝড়টার আগেই নদী পার হয়ে আসতে পেরেছিলাম। নদীর পারে দেখলাম নানু ভীষণ দুশ্চিন্তায় উদভ্রান্তর মত আমাদের ফেরার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে কেননা তাঁর নাতি নাতনিরা সবাই সেই নৌকায় ছিলো, আর তাদের প্রায় কেউই সাতার জানে না। ততক্ষণে জোড় বাতাসের সাথে খুব মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমরা সবাই দৌড়াতে দৌড়াতে বাসায় ফিরে আসলাম।সেই যাত্রায় সবাই খুব বাঁচা বেঁচে গিয়েছিলাম। যদিও ভয় ধরানো এক নৌকা ভ্রমন, তবুও সেটা ছিলো আমার কিশোরী বেলার মনে রাখার মত একটা ঘটনা।

Are you utilizing your Time?

-By Amatul Odud Tazrian, Jama'at : Madertek

"Time and Tide waits for none". We are all well known of this phrase and some of us are maybe sick and tired of it, but deep down we acknowledge it even though we fail to maintain it in our lives. Let's consider the current situation of the students. Due to the recent COVID-19 pandemic, we students, at some point, gave up on our studies and passed the time in less important tasks even though we perceive we are mistreating our lives. For us students', asking what we want to do with our lives is hard as we never thought outside the box. Our main duty is to study but after that we gather ourselves some spare time that we misuse by playing online games or by chilling on social media. Maybe you are enjoying the hour but have you ever thought of learning by listening to songs or by watching movies? Or by clicking some photos or watching some DIYs on YouTube? These might surprise you but we really can learn new things from these which we were never told or asked to do. Listen to any song, maybe English or Bengali or of any other language by keeping the subtitle option on. This will help you to learn new words, to increase your dictation skills and will also help you to learn different languages. Same goes for the recommendation of watching movies. Amusing, right? Perhaps it is laughable but you could say it is an exceptional way of learning. Then again, these days' youngsters are engaging themselves to different profitable or non-profitable organizations to learn how to communicate with others or how to work in various types of sectors. This manuscript that I am writing is the result of these types of encounters. To live up to our dreams, these sorts of experiences are quite effective and entertaining which will never leave us with regrets but excitements. In conclusion, I shall say, we should use the wonders of science in a more innovative way, not only to write some essays for examination but also to make the best out of the goods of inventions.

THE ROLE OF KHILAFAT IN OUR DAILY LIVES

-By Samia Chowdhury

York University, Toronto Canada, Mohakhali Halqa, Dhaka Bangladesh

One of the blessings of being Ahmadi Muslim is Khilafat and our relationship with our beloved Khalifa. The first thing we must understand is what the word Khilafat means. The word Khilafat is derived from the word Khalifa which means 'he came after' or 'he stood in place of. In simple words if we break this statement of then we can understand that God is telling us, that our true purpose of coming onto this earth is to maintain order, law, justice and do good deeds on this earth. Furthermore, Allah has put man second so we must remember to be at Allah's service always.

The only way of fulfilling this duty that is required of us, we must understand what it would take for us to be at Allah's service. The first way of doing this is to gain the right level of knowledge and the only way of doing this is to gain the correct understanding regarding the creation and knowledge of His creator. Allah has made this very convenient for us to do so by giving us multiple avenues to gain this knowledge regarding our creator.

Allah not only gave us a Holy Book to follow but he also sent a representative on this earth- Which is our Khalifa. Allah gave our Khalifa the guidance to be enabled on the right path and reached a high moral and spiritual status. Allah gave our Khalifa all the avenues and knowledge to become Allah's representative on earth. Our Khalifa is an image of our creator, our Khalifa is Allah's messenger and is an example we all need to follow to become true servants of our Creator. Khilafat is a reward that Allah has bestowed upon us and this is our reward and opportunity to follow all the true blessings. Allah has given us the great responsibility of spreading the message of Peace and goodness in this world.

Khilafat is one of the key Islamic Principles and so is the institution of Khilafat in Islam. Khilafat is a blessing for all of us.

In the Holy Quran Allah has told us that All Muslims must obey Allah and His Messenger. We can take this a step further and explain the status and the position of a Khalifa. Being the successor of a Prophet, A Khalifa must be given the utmost obedience.

As a result, every Muslim must have a close relationship with their Khalifa. The best way of doing this is to dedicate one's life to the service of the Khalifa and utmost obedience to our beloved Imam. By doing so we will also be strengthening our relationship with Allah. If all Muslims follow this rigorously then the entire community

will have great unity and cohesion and we will be representatives of other people and we will be attracting and inviting others to also join us in Islam. By doing this the Unity of God will be strengthened and the ultimate purpose of the creation of mankind will be achieved.

We are blessed to have a Khalifa and as long as we follow all the guidelines of our Khalifa, we will achieve tremendous amount of success and blessings in our lives.

May Allah give us the strength, to carry out all the guidelines of our Khalifa so that we can enjoy the blessings of Khilafat in our everyday lives.

The impact of colonization on the power and knowledge constructing Muslim identity

-By Noshin Saiyara & Anzhela Mirzoeva

It is vital to understand how religious identity is shaped and the history of Islam's power amd knowledge. The understanding that religious knowledge of Islam have undergone several colonizations shapes how our positionality is viewed in the Islamic diaspora as ahmadi Muslims. The influences impact the sources of our knowledge, the language of knowledge and how that language is shaped. The following excerpt takes a delve into understand the Islamic diaspora throughout the ages and how the transformation of Muslim identity took place. In the production of religious knowledge, embodied cognition and practices are vital. Religion is a form of identification, and it is through our bodies that we ensure or transform representations of our identities. Embodied subjects are bound to social processes. Throughout our lives, our bodies perform and are constantly transforming through sports, dances, piercings, tattoos, clothing, etc. which is how they are embodied. However, an embodiment is not only expressed through the external transformation of the body but also through internal expressions, such as diet. Embodiment is closely connected to social realms, which links it to identity and self-confidence. In Islam forms of embodiments vary for males and females, for young and old. Most importantly forms of embodiment in Islam differ across the world. In this essay, I will examine the traditional method of teaching the Quran in Senegalese daaras and the practice of veiling associated with women in Afghanistan to demonstrate the significance and role of embodiment in the process of building a Muslim identity, and how non-Muslims, specifically those from the West challenge these embodiments to justify particular political goals.

Rudolph Ware III's The Walking Quran presents the significance of Quran schools for West African Muslim communities. These schools brought Islam to the region and became part of the Muslim identity. Many people associate the schools with punishments, some of the extreme ones being nadd and kata.1 another two controversial practices that were crucial in completing the Quranic School were Yalwaan (the quest for alms) and drinking inky water from Quran boards. These practices are a form of Islamic embodiment; learning the Quran was supposed to be hard, and punishments made the fragile bodies into worthy vessels for God's verbatim speech.2 It is hard to deny the horrific punishments and practices that children are forced to engage in these daaras. Senegalese colonial archives under the French colonists tried to use these forms of embodied practices, declaring them as uncivilized and violation of children rights to expand their political agenda. As a colonial authority in Senegal, they feared resistance from the Muslims. The French did not want anyone to challenge their power, therefore they had to abate the presence of the Muslim identity and use the Quranic schools as a justification to their actions. The French education system and sending certain people to study abroad to shift their way of thinking away from traditional Islamic models and support the colonial reformation is a form of the French propaganda against the daaras.10 By implementing the French school system, it directly challenges the embodied practices at the daaras. In these French schools they required students to dress, sit and learn in a very different manner. However, it is these forms of embodied practices that made it impossible for the French to succeed and instead provoked Muslim resistance to fight the reform. Quran schools have been the primary public symbol of Muslim identity for nine hundred years in Senegambia, so Muslim populations saw these closures as a direct attack on Islam.

পড়ালেখা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে পর্দা কোনো প্রতিবন্ধকতা নয়

তাহেরা মাজেদ রাফা
জামাত ঃ চট্টগ্রাম

ভূমিকা ঃ

"তালাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন" অর্থাৎ, "জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর জন্য ফরজ"। উন্নত জাতি গঠনে নারীশিক্ষা, সকল ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ কতটা জরুরী তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। নারীশিক্ষার অগ্রগতিতে বাধা পড়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। অনেক কট্টর মৌলবাদীতে বিশ্বাসীরা বলেন যে নারীদের শিক্ষার কোনো প্রয়োজন নেই, উন্নয়নেরও প্রয়োজন নেই। তারা রেফারেন্স দেয় ইসলামের যা বড়ই দুঃখজনক। যেখানে ইসলাম নারী পুরুষের জ্ঞানর্জনকে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, সেখানে অহেতুক সেটা নিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত যুক্তি দাঁড় করানো নিতান্তই মূর্খতার পরিচয় ছাড়া কিছুই নয়। আসলে অনেকেই পর্দা প্রথাকে নারীর বন্দীদশা বলে সমালোচনা করেন। কিন্তু ইসলামি পর্দার অর্থ নারীকে গৃহকোণে অবরোধবাসিনী করে রাখা নয়। কবি কাজী নজরুল ইসলাম যথার্থ গেয়েছেন- 'বলে না কুরআন, বলে না হাদিস, ইসলামি ইতিহাস, নারী নর দাসী বন্দিনী রবে হেরেমেতে বার মাস। ঠিক তাই। সীমা, সময়, ক্ষেত্রে ও নিয়মের মধ্যে থেকে একজন নারী প্রয়োজনে বিভিন্ন স্থানে যেতে পারে, কাজ করতে পারে এবং পুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতে পারে। শুধুমাত্র নিজের শালীনতা, পবিত্রতা, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদা ও অধিকার বজায় রাখার জন্য তার স্বাধীন চলাফেরার ওপর নির্ধারিত পদ্ধতি দেয়া হয়েছে। আমরা সুসভ্য মানুষ হিসেবে পরিচিত হতে দেহের শালীনতা বজায় রাখার জন্য কাপড় পরিধান করি। নারীর অধিক শালীনতা বজায় রাখার প্রয়োজনেই পর্দার প্রয়োজন হয়।

কিছু মুসলিম নারীর অবদান ঃ

ইতিহাস গবেষণা করলে দেখা যায়, এর বাইরেও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী পদ্ধতিতে জীবনযাপন করে মুসলিম নারীরা পেশাদারিত্বের ক্ষেত্রে অনুপম ও উজ্জ্বল কৃতিত্বের স্বার রেখেছেন। তাদের তালিকা ও নির্ঘন্ট বেশ দীর্ঘ।স্বল্প-বিস্তারে হলেও কয়েকজনের নাম এখানে উপস্থাপন করা হলো- আয়েশা (রাঃ); হাদিস বর্ণনা, ইসলামী আইন, ফিকহ, ইতিহাস, বংশলতিকা, কবিতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। আসমা বিনতে আবি বকর (রাঃ) ও উম্মে আবিদুল্লাহ বিন জুবায়ের; তারা উভয়েই হাদিস বর্ণনায় দক্ষ ও পারদর্শী ছিলেন।

আয়েশা বিনতে তালহা; তিনি কবিতা, সাহিত্য, জ্যোতিষশাস্ত্র ও নভোমন্ডল বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সাকিনা বিনতে হোসাইন ও খানসা; তারা কাব্য ও সাহিত্যে প্রবাদতুল্য ছিলেন। মায়মুনা বিনতে সাদ (রাঃ); হাদিসশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। ইসলামের চতুর্থ খলিফা আলী (রাঃ) ও তার কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। কারিমা মারজিয়া (রহঃ) হাদিসের বিজ্ঞ পন্ডিত ছিলেন। ইমাম বুখারি (রহঃ) তার কাছ থেকে হাদিস সংগ্রহ করেছেন।

ফাতিমা বিনতে আব্বাস; প্রখ্যাত ইসলামী আইনবিদ। তিনি মিসর ও দামেশকের প্রভাবশালী নেত্রী ছিলেন। উখত মজনি (রহ.); তিনি ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর শিক। আল্লামা মারাদিয়ি (রহ.) তাঁর কাছ থেকে যাকাতবিষয়ক মাসআলা বর্ণনা করেছেন। হুজায়মা বিনতে হায়ই (রহ.) প্রখ্যাত তাবেয়ি ও হাদিসবিদ ছিলেন। ইমাম তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ (রহ.) তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। আয়েশা বিনতে আহমদ বিন কাদিম স্পেনের অধিবাসী ছিলেন। ক্যালিওগ্রাফিতে অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন। লুবনি (রহ.) ভাষাবিদ হওয়ার পাশাপাশি আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রে বিজ্ঞ ছিলেন।

ফাতিমা বিনতে আলী বিন হোসাইন বিন হামজাহ ছিলেন হাম্বলি মাজহাবের পন্ডিত। সমসাময়িক আলেমরা তার কাছ থেকে হাদিস শিখেছেন এবং প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ দারেমি শরিফের সনদের অনুমতি নিয়েছেন। রাবিয়া কসিসাহ সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। হাসান বসরি (রহ.)ও তার কাছ থেকে বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন।

ফাতিমা বিনতে কায়েস শিক্ষাবিদ ও আইনজ্ঞ ছিলেন। উম্মে ফজল, উম্মে সিনান হাদিস বর্ণনাকারী ছিলেন। শিফা বিনতে আবদিল্লাহ প্রখ্যাত আইনতাত্ত্বিক ছিলেন। ওমর (রা.) তাকে ইসলামী আদালতের 'কাজাউল হাসাবাহ' (Accountability court) ও 'কাজাউস সুক' (Market administration) ইত্যাদির দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ইবনে কায়েসের বর্ণনায় দেখা যায়, প্রায় ২২ জন নারী সাহাবি ফতোয়া ও ইসলামী আইনশাস্ত্রে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে সাতজন উম্মাহাতুল মুমিনিন বা নবীপত্নী ছিলেন। ১১ শতাব্দীতে মামলুক শাসনামলে তৎকালীন মুসলিম নারীরা দামেশকে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণরূপে মুসলিম নারীদের দ্বারা পরিচালিত হতো।

কর্মক্ষেত্রে পর্দা ঃ

কিছু কিছু উন্মুক্তমনা মহিলারা ভাবেন যে পর্দাপ্রথা মানা মানেই নিজেদের কে গুটিয়ে ফেলা, নিজেদের প্রতিভা বিকাশে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া। আবার অনেক মহিলারা এটাও ভাবেন যে, যেহেতু মহিলাদের পর্দা করা উচিত, তাই নিজ থেকে তাদের চাকরী ক্ষেত্রে যাওয়া উচিত নয়। অনেক সুশিক্ষিত মহিলারা আছেন, যারা কিনা অনার্স-মাস্টার্স পাস। কিন্তু তারা অন্য মেয়েদের কে চাকরি করতে দিতে চাননা। তারা চাকরী নিয়ে খুবই বিরূপ ধারণা পোষণ করেন যেটা একজন শিক্ষিত মহিলার চিন্তা ধারা হওয়া উচিত নয়। আমাদের সকল কাজকে ইসলাম অনেক সহজ করে দিয়েছেন। আমাদের বর্তমান খলীফা এক খুতবায় বলেছেন হুযুর (আই:) একজন মেয়ের চিঠির উল্লেখ করেন, যে জানতে চেয়েছে যে ব্যাংকে চাকরির ক্ষেত্রে পর্দায় শৈথিল্য করা যাবে কি-না, কেননা হুযুর কোন সময় বলেছেন যে চাকরির ক্ষেত্রে মেয়েরা চাকরিস্থলে পর্দা শিথিল করতে পারে। এর জবাবে হুযুর (আই.) বলেন, এমনটি হুযুর বলেছেন ডাক্তার মেয়েদের ক্ষেত্রে কারণ তাদের জন্য প্রচলিত বোরকা পরে সবসময় কাজ করা সম্ভব হয় না, যেমন অপারেশনের সময়; কিন্তু তখনও তারা যে পোশাক পরে তা-ও পর্দার শামিল। অন্যান্য সময় তারাও পর্দার মাঝে থেকে কাজ করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ হুযুর রাবওয়ার ডা. ফাহমিদা ও ডা. নুসরাত জাহান সাহেবার উল্লেখ করেন। আর গবেষকদের ক্ষেত্রেও হুযুর বলেছেন যে, গবেষণাগারের বিশেষ পোশাক যেহেতু পরতে হয় তাই তারা তা করতে পারে, কেননা সে পোশাকও পর্দার অনুরূপ হয়ে থাকে; কিন্তু বাহিরে আসলেই তাদেরকেও প্রচলিত পর্দা অবলম্বন করতে হবে। ব্যাংকের চাকরি এমন কোন চাকরি নয় যার মাধ্যমে সরাসরি মানবতার

সেবা হতে পারে। তাই এই জাতীয় যাবতীয় চাকরির ক্ষেত্রে পর্দায় শৈথিল্যের অনুমতি নেই। নতুবা সমাজের মাঝে যে নির্লজ্জতা ছড়িয়ে আছে, আমরাও তাতে আক্রান্ত হয়ে যাব। "সুতরাং, কোনো বিষয়কে জটিল করে না দেখে আমাদের উচিত সহজ করে দেখা। আমরা যারা শিক্ষিত মেয়েরা আছি, অনেক সময় সমাজে বা বাপের বাড়িতে বা শশুরবাড়িতে এমন সব নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হই যেগুলো মেনে নেয়া দুষ্কর। সেই মুহূর্তে আমাদের উচিত অপর কে বোঝানো যে হুজুর আমাদের কে কি বলেছেন।

সাঁতার শেখার ক্ষেত্রে পর্দার নিয়ম ঃ

আমরা অনেক মেয়েরা বিদেশে স্কুলে প্রয়োজনে সাঁতার শিখতে বাধ্য হই। এক্ষেত্রেও হুজুর সুন্দর দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। হুযুর (আইঃ) উল্লেখ করেন, "যেসব স্কুলে সাঁতার শিখতে হয় তাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন ছেলে-মেয়ে একত্রে তা না শিখে; আর যদি স্কুলের পক্ষ থেকে বাধ্য করা হয় তাহলে মেয়েরা যেন অবশ্যই বুর্কিনি, যা এ কাজের জন্য নূন্যতম পর্দাশীল পোশাক, তা ব্যবহার করে। "বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো একজোট হয়ে ইসলামের সুন্দর ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার চেষ্টায় লিপ্ত, যার একটি প্রচেষ্টা হল প্রগতিশীলতার নামে পর্দাহীনতা। আর আল্লাহ তা'আলা এ যুগে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করার মিশন দিয়ে হযরত মসীহ মাওউদ (আ:)-কে পাঠিয়েছেন। তাই আমরা যারা তাঁর জামাতের সদস্য, আমাদেরকে এই দায়িত্ব পালনের জন্য সবরকম কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে ইসলামিক যুক্তি দিয়ে। তাহলেই প্রকৃত সাফল্য অর্জনে আমরা সক্ষম হবো।

ইসলামীক দৃষ্টিতে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ব্যবসায় অংশগ্রহণ ঃ

ইসলাম সর্বদা নারীদের শালীন পরিবেশে শিক্ষা, কাজ ও চলাফেরার কথা বলে। শরিয়ত নির্ধারিত গন্ডির মধ্যে থেকে নারীরা অবশ্যই শিক্ষা অর্জনসহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবে। ইসলাম কোথাও নারীকে বন্দি করে রাখার কথা বলেনি। ইসলাম নারী শিক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্বারোপ করেছে তেমনি নারী-পুরুষের ভোটাধিকারেও কোনো ধরনের পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। এমনকি ইসলাম নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকারও প্রদান করেছে। কোরআনে কারিমের সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, 'আমি ব্যবসাকে হালাল করেছি এবং সুদকে হারাম করেছি। এই আয়াতে ব্যবসা হালাল হওয়া এবং সুদ হারাম হওয়া নারী-পুরুষের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। একজন পুরুষ হালাল পন্থায় যেসব ব্যবসা করতে পারবে। নারীও সে ধরনের ব্যবসা করতে পারবে। সে বিবাহিত হোক কিংবা অবিবাহিত হোক। সে তার অর্জিত সম্পদের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণকারী। সে কোনো বিধিনিষেধ ছাড়াই তার সম্পত্তির ব্যাপারে সব ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে, যা একজন পুরুষের জন্যও প্রযোজ্য। কোরআন ও হাদিসের কোনো স্থানে নারীর কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো বিধিনিষেধ আরোপিত হয়নি। শুধু দু'টি বিষয়ের প্রতি সঙ্গত কারণে নির্দেশ দিয়েছে। শর্ত দু'টি হলো প্রথমত, ব্যবসা হতে হবে হালাল পদ্ধতিতে ও শরিয়ত নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে। দ্বিতীয়ত, পর্দা রক্ষা করতে হবে। তাছাড়া ইসলাম নারীদের সৌন্দর্য প্রদর্শনকারী কোনো পেশায় নিয়োজিত হতেও নিষেধ করেছে। রাসুলে কারিম (সা.) এর স্ত্রী হজরত খাদিজা (রা.) একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। সাহাবী আসমা বিনতে মাখরাও (রা.) আতর ব্যবসায়ী ছিলেন। একজন পুরুষ হালাল পন্থায় যেসব ব্যবসা করতে পারবে একজন নারীও তা করতে পারবে। তবে হালাল বস্তু ও হালাল পদ্ধতির ব্যবসার শর্তের সঙ্গে নারীর জন্য যোগ হবে পর্দার অলঙ্ঘনীয় শর্ত।

মুসলিম নারী চিকিৎসক ঃ

রাসুলুল্লাহ (সা:)-এর যুগে নারীরা চিকিৎসক হিসেবেও দক্ষতা অর্জন করেন। যাঁরা শৈল্যবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। আয়েশা (রা:) নিজেও চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করেন। উরওয়া (রহ:) বলেন, আমি চিকিৎসাবিজ্ঞানে আয়েশা (রা:) অপেক্ষা দক্ষ মানুষ দেখিনি। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, খালা! আপনি এই জ্ঞান কোথা থেকে অর্জন করলেন? তিনি বলেন, আমি মানুষকে রোগীর চিকিৎসা করতে দেখেছি এবং তা মনে রেখেছি। (সিয়ারু আলামুন নুবালা : ২/১৮২)

আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত, উম্মে সুলাইম (রা:) ও তাঁর সঙ্গের আনসার নারীদের নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সা:) যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁরা পানি পান করাতেন এবং আহতদের জখমে ওষুধ লাগিয়ে দিতেন। (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস : ১৫৭৫)

মিসরে মুসলিম শাসক কর্তৃক প্রথম আবাসিক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সেখানে নারীরাও চিকিৎসক ও শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁদের কেউ কেউ 'মাশিখাতুত-তিব' (প্রধান অধ্যাপক) পদেও অধিষ্ঠিত হন। বিখ্যাত চিকিৎসক শিহাবুদ্দিন আহমদের মেয়ে কায়রোর দারুশ-শিফা মানসুরিয়ার 'মাশিখাতুত-তিব' পদে দায়িত্ব পালন করেন। (আহমদ ঈসা বেগ, তারিখুল বিমারিস্থান ফিল ইসলাম)।

ইসলামী সভ্যতার ক্রমবিকাশে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের ব্যাপক অবদান আছে; যদিও তুলনামূলক নারীর অবদানগুলো কম আলোচিত। বিশেষত চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। রাসুল (সা:)-এর যুগেও ৯ জন নারী চিকিৎসকের সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁরা শল্যচিকিৎসা বা অস্ত্রোপচার, ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগসহ বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। নিম্নে তাদের কয়েকজনের বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

১. রুফাইদা আল-আসলামিয়্যা : তাঁর বাবা সাদ আসলামি পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। রুফাইদা তাঁর বাবার কাছ থেকে চিকিৎসাবিদ্যার শিক্ষা নেন। জাহেলি ও ইসলামী যুগে তিনি অস্ত্রোপচার ও যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা করতেন। মাহমুদ ইবনে লাবিদ (রা:) থেকে বর্ণিত, 'খন্দক যুদ্ধের দিন সাদ (রা:)-এর চোখ আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রুফাইদা নামক এক নারীর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তিনি আহতের চিকিৎসা করতেন। নবী (সা:) সকাল-সন্ধ্যা সাদ (রা:) -কে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন।' (আদাবুল মুফরাদ, হাদিস : ১১৩৯)

২.উম্মে আতিয়্যা আল-আনসারিয়্যা : অপর নাম নুসাইবা বিনতে কাব। জাহেলি ও ইসলামী যুগে তিনি চিকিৎসায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অস্ত্রোপচার ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। উম্মে আতিয়্যা (রা:) থেকে বর্ণিত, 'আমি রাসুল (সা:)-এর সঙ্গে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাঁদের বাহন ও মালপত্র দেখাশোনার জন্য পেছনে থেকে তাঁদের খাবার তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের দেখাশোনা করতাম।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২৮৫৬)

৩. জয়নব তবিবাতু বনি আউদ : তিনি জয়নব আশ-শামিয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। উমাইয়া যুগের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। উমাইয়া খলিফাদের স্ত্রীদের চিকিৎসা করতেন। অস্ত্রোপচার ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। (আত-তিব্ব ওয়া রাইদাতুহুল মুসলিমাত, পৃষ্ঠা ৯১)

৪. উখতুল আবু বকর ইবনে জাহরা : তিনি স্পেনের প্রসিদ্ধ জাহরা পরিবারের মেয়ে, যে পরিবারের সবাই চিকিৎসক ছিলেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক আবু বকর ইবনে জাহরার বোন। ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি। স্পেনজুড়ে তাঁর খ্যাতি ছিল। তাঁর বাবা, ভাই এবং মেয়েও চিকিৎসক ছিলেন। (আত-তিব্ব ওয়া রাইদাতুহুল মুসলিমাত, পৃষ্ঠা ৯৬)

৫.বিনতু দিহনিল লাউজ : তাঁর মা দিহনুল লাউজ ছিলেন দামেস্কের প্রসিদ্ধ মুসলিম স্কলার। চিকিৎসা জগতে বিনতু দিহনিল লাউজের ব্যাপক খ্যাতি ছিল। তিনি উমাইয়া শাসকদের পত্নীদের চিকিৎসা করতেন। (আত-তিব্ব ওয়া রাইদাতুহুল মুসলিমাত, পৃষ্ঠা ১০১)

কৃষিকাজে নারী ঃ

মহানবী (সা:)-এর যুগে নারীরা কৃষিকাজেও অংশগ্রহণ করতেন। আসমা বিনতে আবু বকর (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন জোবায়ের আমাকে বিয়ে করেন, তখন তাঁর কোনো ধন-সম্পদ ছিল না, এমনকি কোনো স্থাবর জমিজমা, দাস-দাসীও ছিল না; শুধু কুয়া থেকে পানি উত্তোলনকারী একটি উট ও একটি ঘোড়া ছিল। আমি তাঁর উট ও ঘোড়া চরাতাম, পানি পান করাতাম এবং পানি উত্তোলনকারী মশক ছিঁড়ে গেলে সেলাই করতাম, আটা পিষতাম, কিন্তু ভালো রুটি তৈরি করতে পারতাম না। রাসুল (সা:) জোবায়েরকে একখন্ড জমি দিলেন। আমি সেখান থেকে মাথায় করে খেজুরের আঁটির বোঝা বহন করে আনতাম। ওই জমির দূরত্ব ছিল প্রায় দুই মাইল। একদিন আমি মাথায় করে খেজুরের আঁটি বহন করে নিয়ে আসছিলাম। এমন সময় রাসুলুল্লাহ (সা:)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, তখন রাসুল (সা:)-এর সঙ্গে কয়েকজন আনসারও ছিলেন। নবী (সা:) আমাকে ডাকলেন এবং আমাকে তাঁর উটের পিঠে বসার জন্য উটকে আখ! আখ! বললেন, যাতে উটটি বসে এবং আমি তার পিঠে আরোহণ করতে পারি। (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৫২২৪)।

হস্তশিল্প ঃ

মহানবী (সা:)-এর যুগে নারীরা হস্তশিল্পের কাজ করেও অর্থ উপার্জন করতেন। আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সে-ই আমার সঙ্গে মিলিত হবে যার হাত সর্বাধিক লম্বা। সুতরাং তারা নিজ নিজ হাত মেপে দেখতে লাগলেন কার হাত বেশি লম্বা। আয়েশা (রা:) বলেন, অবশেষে আমাদের মধ্যে জয়নবের হাতই সবচেয়ে লম্বা স্থির হলো। কেননা, তিনি হাত দিয়ে কাজ করতেন এবং দান-খয়রাত করতেন। (সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৬০৯৪) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:)-এর স্ত্রী রায়িতা (রা:) হস্তশিল্পে দক্ষ ছিলেন। তিনি বিভিন্ন পণ্য তৈরি করে তা বিক্রি করতেন এবং উপার্জিত অর্থ দান করে দিতেন। (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৬০৩০)

সমাজসেবা ঃ

ইসলামের সোনালি যুগে নারীরা বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কাজেও অংশগ্রহণ করতেন। তাঁরা অসংখ্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। খলিফা হারুনুর রশিদের স্ত্রী জোবায়দা দীর্ঘ খাল খনন করে হাজিদের জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা করেন। সেলজুক শাসক সুলতান মালিক শাহর স্ত্রী তুরকান বিনতে তুরাজ বাগদাদে তিনটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা পরিচালনার জন্য বিপুল পরিমাণ সম্পদ ওয়াকফ করেন। (তারিখু দাওলাতুল আব্বাসিয়া, পৃষ্ঠা ৯৭)

এ ছাড়া একাদশ শতাব্দীতে মামলুক শাসনামলে মুসলিম নারীরা দামেস্কে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ১২টি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন, যা নারীদের দ্বারাই পরিচালিত হতো।

অন্যান্য পেশায় নারী ঃ

স্পেনের অধিবাসী আয়েশা বিনতে আহমদ বিন কাদিম ছিলেন ক্যালিগ্রাফি শিল্পী। লুবনি (রহ:) ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও আরবি ব্যাকরণশাস্ত্রে পারদর্শী। রাবিয়া কসিসাহ সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ছিলেন। শিফা বিনতে আবদিল্লাহ ছিলেন প্রখ্যাত আইনজ্ঞ। ওমর (রা:) তাঁকে ইসলামী আদালতের 'কাজাউল হাসাবাহ' (Accountability Court) ও 'কাজাউস সুক' (Market Administration) ইত্যাদির দায়িত্বভার অর্পণ করেন। (তাবকাতে ইবনে সাদ : ৮/৪৫-৪৮; দালায়িলুন নাবুওয়াহ : ৫/৪১৬; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৫/৭৮)

প্রবাদ আছে,"Women are one-half of the society which gives birth to the other half, so it is as if they are the entire society."অর্থাৎ নারী সমাজের অর্ধেক। কিন্তু অবশিষ্ট অর্ধেকেরও জন্ম দেয় নারী। সুতরাং নারীরাই যেন পুরো সমাজ

শিক্ষা গ্রহণ এর বিষয় নিয়ে সতর্কতা ঃ

আমাদের মেয়েদের জন্য অনেক অনেক দ্বার উন্মোচিত। আমরা যোগ্যতা আনুযায়ী সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করবো। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বুঝে শুনে পদক্ষেপ নেয়া উচিত। হুজুর (আইঃ) বলেন "আপনাদের সেই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত নয় যা ইসলাম শিক্ষার বিরোধী। বরং সেই ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যা সমাজের জন্য ভালো। শিক্ষা গ্রহণ, পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা সমাজের কোন উপকারে আসলাম?

আল্লাহ তা'আলা অধিকার প্রদানকারী ঃ

আমরা অনেক সময় চিন্তিত হয়ে পড়ি আমাদের অধিকার নিয়ে। সচেতন হয়ে উঠি। অনেক সমাজে দেখা যায় যে পুরুষরাও অনেক সচেতন মহিলাদের ব্যাপারে। অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা যেখানে নারীদের অধিকার প্রদান করেছেন ইতিমধ্যে, তাহলে অন্যদের তা করার কি প্রয়োজন? আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) বলেন-"কোরআন মহিলাদের অধিকার এমনভাবে প্রদান করেছে যা সত্যিকার অর্থেই অনন্য" সুতরাং মহিলাদের অন্য ধর্ম বা সংস্কৃতির দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই যেখানে আল্লাহ মহিলাদের উত্তম মর্যাদা দিয়েছেন।

নারীর প্রতি সম্মান পুরুষের ব্যক্তিত্বের প্রমাণ ঃ

রাসুল (সা:) এর একটি হাদিসে এসেছে, নারীকে সম্মান করার পরিমাপের ওপর ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি নির্ভর করে। তিনটি বিষয় নবী করিম (সা:)-এর জীবনে লক্ষণীয় ছিল- এক. নামাজের প্রতি অনুরাগ; দুই. ফুলের প্রতি ভালোবাসা; তিন. নারীর প্রতি সম্মান। (বুখারি ও মুসলিম)।

সুতরাং প্রতিটি পুরুষকে শাসক হয়ে নারীদের শোষণ করা উচিত নয়, বরং তাদের অধিকার আদায়ে তাদের পাশে থেকে তাদের সম্মান করা উচিত।

ব্যাক্তিগত চাহিদা :
একজন নারী যেকোন পেশায় যোগদানের পূর্বে সে এই পেশায় কতটা মানানসই সেটা ভেবে দেখা উচিত। কারণ ছবি আঁকতে ভালোবাসে এমন নারী যদি আর্কিটেকচার নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী হয় তাহলে বিষয়টি তার জন্য যতটা সহজ হবে, খুব ভালো অঙ্কনের অভ্যাস নেই এমন কারও জন্য এই কাজ সহজ হবে না। একজন নারীকে অবশ্যই ব্যক্তিগত চাহিদার দিকে নজর রাখতে হবে।

পেশাগত দায়িত্ব :
যে পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চান, সেই পেশায় আপনার কী ধরনের কাজ করতে হবে সেই কাজে আপনার কতটা দক্ষতা আছে কিংবা আপনি সেই পেশায় কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবেন, সংশ্লিষ্ট পেশায় দিবা/রাত্রির বিষয় আছে কিনা এসব বিষয়কে গুরুত্ব দিন। তারপর আপনি সেই পেশায় নিয়োজিত হবেন কী-না সেই সিদ্ধান্ত নিন।

পারিবারিক আবহ :
ব্যক্তিগত পছন্দের ক্যারিয়ার নির্বাচনের ক্ষেত্রে পারিবারিক মতামতকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। পারিবারিক আপত্তি বা নিষেধাজ্ঞা থাকলে সেক্ষেত্রে নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে অবশ্যই পারিবারিক সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে এই পেশার সুযোগ-সুবিধা নিয়ে কথা বলতে হবে। তাদেরকে আপনার মতামতের স্বপক্ষে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং :
আমাদের দেশে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং ধারণাটি এখনও তেমন গুরুত্ব পায়নি। তবে যে পেশায় আগ্রহী সেই পেশায় সফল কিংবা দীর্ঘদিন কাজ করছেন এমন কোনো নারীর সঙ্গে আলোচনা করে সেই পেশার নানা দিক সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নিতে পারেন। আলোচ্য বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে সব দিক বিবেচনা করে নারী তার পছন্দের পেশায় এগিয়ে যাবেন।

উপসংহার ঃ
রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তি' কবিতায়
'রাঁধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাঁধা
বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা'র নারী মৃত্যুতে মুক্তি পেতে চেয়ে বলছেন-
'দাও খুলে দাও দ্বার
ব্যর্থ বাইশ বছর হতে পার করে দাও কালের পারাপার।'
শ্রমের মর্যাদা' নামে রচনা মুখস্থ করতে হতো আমাদের একসময়। কোনো কাজই ছোট নয়। ছোট হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি। আমাদের দেশে যে ছেলেটি মুটে হতে বা রাস্তাঘাট পরিষ্কার করতে লজ্জা পান, তিনিই তাঁর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর বিক্রি করে বা রাজ্যের ধারদেনা করে বিদেশে গিয়ে ওই একই কাজ করেন। আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করার জন্য সরকারি-বেসরকারি হাজারটা সংস্থার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করে বিদেশে পাড়ি জমানোতেই যেন সব মর্যাদা। সৎ পরিশ্রমের কোনো কাজই অমর্যাদার নয়। পর্দার মধ্যে থেকে, খলীফার নির্দেশ কে মেনে, ইসলাম ও কুরআন কে মেনে আমাদের উচিত পেশা নির্বাচন করে এগিয়ে যাওয়া এবং জামাত, পরিবার ও দেশের কল্যাণে এগিয়ে যাওয়া।

করোনা

রাহিলা রহমত তুতুল
বি.এস.সি (কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) জামাতঃ মাদারটেক

এই যে, মিস করোনা!!
করোনা কি, মিস? না মিস্টার? সে যাইহোক
জি করোনাভাই, আপনাকেই বলছি, আমার কিন্তু আর ভালো লাগছে না। প্লিজ, বাসায় যান। বাইরে বাইরে ঘোরাঘুরি কিসের?
হোম-কোয়ারেন্টাইন কি জানেন? Please go back to your home right now!
দেখেন ভাই সোজা হিসাব, আপনি ঘরে গেলে আমি বের হতে পারি!
বের হয়ে কি করব?! আরে ভাই অনেক কাজ আছে !
সবার আগে তো আমি শুক্রবার জুম্মা পরতে যাব। কতদিন যাওয়া হয় না!
তারপর যাব ভার্সিটি কতদিন দেখি না বন্ধু গুলোকে! আরো একটা বড় কারনে যেতে ইচ্ছে করছে! কিন্তু এইটা সবাইকে বলতেও পারছি না!
কারণটা হলো, আমি না ভার্সিটির সামনের ঝালমুড়ি আর ফুচকা খুব মিস করছি
কিন্তু, কপাল খারাপ হলে যা হয়! এখন আপনার জন্য আমার সব বন্ধ! তারপর আসি আমার কাজের জায়গার কথায়!
আমার অনেক প্রিয় একটা জায়গা হলো "এম টি এ"
এর একটা খুব যুক্তিসংগত কারণও আছে!
কারণ, আমি পড়াশোনা নিজের ইচ্ছাতে করি আর না করি, আমার কাজটা সম্পূর্ণ ভালোবেসে করি!
তাই ওখানটায় যাওয়ার ইচ্ছেটা আর ধরে রাখতে পারছি না!
সব কথার বড় কথা আমি বন্দি কারাগারে
বুঝলেন করোনা! আপনার আসার আগের জীবনটা অনেক ব্যস্ততার ছিল ঠিকই!
কিন্তু, বাসায় বসে থেকে বুঝতে পেরেছি ঐ ব্যস্ততাকেই ভালোবেসে ফেলেছি।

ইতি
আমি আপনার না!
আমি আমার নিজের! তুতুল

হঠাৎ দেখা ছায়াপথ

রাহিলা রহমত তুতুল
বি.এস.সি (কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং) জামাতঃ মাদারটেক

কনকনে শীতের রাতে রাঙ্গামাটির এক গহীন গ্রাম। যেখানে জোনাকির মিটমিট আলো আর ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক ছাড়া আর তেমন কোন শব্দ কানে আসে না। মাঝে মাঝে দূর থেকে ভেসে আসছে ইঞ্জিন চালিত নৌকার ভটভট শব্দ। পরক্ষনেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। শোহান ঘরের পাশেই জঙ্গলা একটা জায়গায় দাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। সিমিকে দেখেই বলল," সেই কবে থেকে তোকে ডাকছি! দেখ একবার উপরে তাকিয়ে! আকাশের দিকে তাকা একবার। সিমি বিরক্ত মুখে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ!!! বিশাল কালো একটা চাদরে কেউ যেন হাজারো কোটি মুক্ত গেঁথে রেখেছে! পূর্ণিমার আলো তাদের জ্যোতি এতোটুকুও কমাতে পারেনি। অন্ধকার ধুলোহীন আকাশে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ছায়াপথের একাংশ। ঢাকার ধুলিভরা আকাশে যা দেখার সুযোগ কখনই সিমির হয়ে উঠেনি। এতদিন বিভিন্ন চলচিত্রে দেখা তারায় ভরা আকাশ এই প্রথম সরাসরি দেখছিল সিমি! এখন শোহানের উপর বিরক্ত হওয়ায় খারাপ লাগছে ওর। শোহান কিন্তু তেমন একটা চেনে না আকাশ! কখন কোন তারা কোন দিকে থাকে এই সব কিছুর প্রতি যতো আগ্রহ সব সিমির। আশেপাশে পূর্ণিমার মায়াবি আলো ছাড়া আর কোন আলো ছিল না। অসাধারণ এক ঐশ্বরিক অনুভূতি! ভাইয়া,"ঐ দেখ ছায়াপথ দেখা যাচ্ছে!" এই প্রথম স্তব্ধতা ভেঙ্গে কথা বলে উঠল সিমি।
শোহান বলল," কই কই?!

ঐ যে দেখ! আকাশের এই দিকটায়, মনে হচ্ছে না তারা একটু বেশি? দেখ ভাইয়া! এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত কুয়াশার মতো হাজারো নক্ষত্রের একটা ধারা চলে গেছে। মনে হচ্ছে না কেউ একজন কালো একটা চাদরে দুধ (মিল্ক) ঢেলে দিয়েছে?! এটাই আমাদের ছায়াপথ (মিল্কিওয়ে)। তবে কি জানো ভাইয়া! পৃথিবী থেকে কিন্তু সম্পূর্ণ ছায়াপথ কখনই দেখা সম্ভব না। কারন পৃথিবী নিজেই তার অংশ শোহান অবাক দৃষ্টিতে দেখছে আর সিমির কথা শুনে যাচ্ছে। সিমি বলতে থাকল, "ছায়াপথ কি জানো তো?" আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্র হলো আমাদের নক্ষত্র সূর্য। এই সৌরজগৎ অনেকগুলি গ্রহ-উপগ্রহ ও ধূলিকণা নিয়ে গঠিত। আর এমনি হাজারো কোটি নক্ষত্র নিয়ে গঠিত হয় এক একটি ছায়াপথ (গ্যালাক্সি)। আমরা আমাদের ছায়াপথ এর নাম রেখেছি "মিল্কিওয়ে"। তো, ছায়াপথ মূলত বিশাল একটি নক্ষত্রপুঞ্জ। যেখানে হাজারো নক্ষত্র, প্লাজমা, আন্তঃনাক্ষত্রিক গ্যাস, একাধিক কৃষ্ণগহ্বর ও প্রচুর পরিমানে ধূলিকণা দ্বারা গঠিত। ছায়াপথ কিন্তু অনেক আকার আকৃতির হয়ে থাকে! যেমন ধরো-সর্পিলাকার, উপবৃত্তাকার, কুন্ডলাকার ইত্যাদি। আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথ সর্পিলাকার (স্পাইরাল)। সাধারণত সর্পিলাকার ছায়াপথ গুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় এর বাহুগুলো একটি গোলকীয় কাঠামোকে কেন্দ্র করে ঘোরে। কিন্তু, এক্ষেত্রে আমাদের ছায়াপথ অনেকটাই আলাদা! আমাদের ছায়াপথের বাহুগুলো অসংখ্য নক্ষত্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি আয়তাকার কাঠামোকে কেন্দ্র করে ঘুরছে! সিমিকে থামিয়ে দিয়ে শোহান জিজ্ঞেস করলো, "তারমানে তো এই ছায়াপথ বিশাল! এর ব্যাস কেমন হবে কে জানে!" সিমি বলতে থাকল, এর ব্যাসের ধারনাও বিজ্ঞান দিয়ে দিয়েছে।

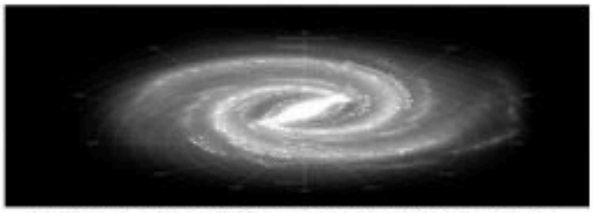

ক্রেডিট: নাসা / অ্যাডলার / ইউ শিকাগো / ওয়েসলিয়ান / জেপিএল-ক্যালটেক।

আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথ এর ব্যাস প্রায় ১০০,০০০ আলোকবর্ষ বা ৯X১০^১৭ কিলোমিটার। ধারনা করা হয় আমাদের মিল্কিওয়ে ছায়াপথে কম পক্ষে ২০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন নক্ষত্রের আবাসস্থল। আবার এও ধারনা করা হয় যে, প্রতিটা ছায়াপথের কেন্দ্রে এক একটা বিশাল ও অত্যন্ত ভারি কৃষ্ণগহ্বর রয়েছে (সুপারমেসিভ ব্লাকহোল)। আবার বিজ্ঞানীদের ধারনা, এই এক একটি কৃষ্ণগহ্বরের ভর প্রায় ৪০০০,০০০টি সূর্যের ভরের সমান। এই অতি বৃহদাকার কৃষ্ণগহ্বর বা সুপার ম্যাসিভ ব্লাকহোল গুলো যেখানে অবস্থান করে তাকে বলা হয় গ্যালাক্সিয় কেন্দ্রবিন্দু বা গ্যালাক্টিক সেন্টার। শোহান বলল, "এই এত বড় ছায়াপথের ঠিক কোন অংশে আমরা আছি?!" একদম নির্দিষ্ট করে তো বলা সম্ভব না! কিন্তু আমরা আমাদের ছায়াপথের এমন একটা জায়গায় আছি, যা কিনা গ্যালাক্সির ঠিক কেন্দ্রেও না আবার অনেক বেশী দুরেও নয়। এই দিক থেকে আমাদের সৌভাগ্যবান বলতে পার। পৃথিবীতে প্রানের উৎপত্তির জন্য এমন একটা অবস্থানই হয়ত উপযুক্ত ছিল। কারন কেন্দ্রের খুব কাছাকাছি থাকলে বা খুব বেশী দূরে থাকলে হয়তো আমাদের পৃথিবীতে কোন প্রাণির অস্তিত্ব থাকতো না। "হুম! আসলেই আমরা ভাগ্যবান!",শোহান বলতে লাগলো, কি আশ্চর্য বিশাল এক সৌন্দর্যমন্ডিত এই মহাবিশ্বের! কি বিশাল এর বিস্তৃতি!
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সিমি বলল,"এমন হাজারো লাখোকোটি ছায়াপথ নিয়ে গঠিত আমাদের মহাবিশ্ব (ইউনিভার্স)। যার সঠিক আকৃতি আজও আমাদের অজানা! আমরা এর বিশালতায় কতটাই না ক্ষুদ্র! শোহান আকাশের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আর ছায়াপথের সেই সম্মোহিত করা সৌন্দর্য অবলোকন করছে আর বলে চলেছে," হুম.. আর মহাবিশ্বের এই প্রত্যেকটা উপাদানই যেন বার বার মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে জানান দিচ্ছে! এরমধ্যেই রাত অনেক হয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ কানে আসছে। মাঝে মাঝে ডেকে উঠা তকের গাঁ হিম করা শব্দ যেন শীতের প্রকোপকে আরও একধাপ বাড়িয়ে তুলছে। এই প্রাকৃতিক আবহকে উপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পরা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার। তাই, দুই ভাইবোন মিলে লাকড়ি খোঁজা শুরু করলো। আগুন ধরাল টিলার এক কিনারায়। পাশেই বয়ে যাচ্ছে পাহারি ঝর্ণার ছোট ছরা নদী। নদীর পানির কলকল শব্দ কানে আসছে। শোহান তার গিটার নিয়ে এসেছে। সিমিকে বলল," একটা গান ধরতো দেখি!"

বেগম রোকেয়ার পরিচিতি ও কর্মময় জীবন

সুজহাত সাফিনা
ইন্জিনিয়ারিং ৩য় বর্ষ, জামাত ঃ চট্টগ্রাম

বাঙালির আধুনিক যুগের ইতিহাসে যে নারীর নাম গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয় সেই নাম হচ্ছে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তবে তিনি বেগম রোকেয়া নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। বাঙালি সমাজ যখন ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা আর সামাজিক কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল, সেই সময় বেগম রোকেয়া বাংলার মুসলিম নারী সমাজে শিক্ষার আলো নিয়ে এসেছিলেন। বাঙালি মুসলমান নারী জাগরণের তিনি ছিলেন অন্যতম একজন পথিকৃৎ। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে বিবিসি বাংলার "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি" জরিপে ষষ্ঠ নির্বাচিত হয়েছিলেন বেগম রোকেয়া। তিনি ছিলেন একজন বাঙ্গালী চিন্তাবিদ, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক ও সমাজ সংস্কারক।

বেগম রোকেয়া ১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর তারিখে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অর্ন্তগত পায়রাবন্দ গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জহীরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলী হায়দার সাবের ছিলেন জমিদার । বেগম রোকেয়ার পিতা আরবি, উর্দু, ফারসি, বাংলা, হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষায় পারদর্শী হলেও মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে ছিলেন রক্ষণশীল। রোকেয়ার বড় দুইভাই মোহাম্মদ ইব্রাহীম আবুল আসাদ সাবের ও খলিলুর রহমান আবু যায়গাম সাবের ছিলেন বিদ্যানুরাগী। বেগম রোকেয়ার শিক্ষালাভ, সাহিত্যচর্চা এবং সামগ্রিক মূল্যবোধ গঠনে বড় দুইভাই ও বোন করিমুন্নেসার যথেষ্ট অবদান ছিল। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েদের গৃহের অর্গলমুক্ত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ ছিল না। পাঁচ বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে কলকাতায় বসবাস করার সময় একজন মেম শিক্ষয়িত্রীর নিকট তিনি কিছুদিন লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সমাজ ও আত্মীয়স্বজনদের ভ্রুকুটির জন্য তাও বন্ধ করে দিতে হয়।

১৮৯৮ সালে রোকেয়ার বিয়ে হয় বিহারের ভাগলপুর নিবাসী উর্দুভাষী সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সঙ্গে। তিনি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তদুপরি সমাজ সচেতন, কুসংস্কারমুক্ত এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন। উদার ও মুক্তমনের অধিকারী স্বামীর উৎসাহ ও সহযোগিতায় বেগম রোকেয়া দেশি-বিদেশি লেখকদের রচনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন এবং ক্রমশ ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যচর্চার সূত্রপাতও ঘটে স্বামীর অনুপ্রেরণায়। ১৯০৯ সালের ৩ মে সাখাওয়াৎ হোসেন মারা যান। ইতোপূর্বে তাঁদের দুটি কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করে অকালেই মারা যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গ রোকেয়া নারীশিক্ষার বিস্তার ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৯ সালের ১ অক্টোবর স্বামীর প্রদত্ত অর্থে পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে তিনি ভাগলপুরে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস' স্কুল স্থাপন করেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে বেগম রোকেয়া ভাগলপুর ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ কলকাতার ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে তিনি নবপর্যায়ে 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। রোকেয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯১৭ সালে এই স্কুল মধ্য ইংরেজি গার্লস স্কুলে এবং ১৯৩১ সালে উচ্চ ইংরেজি গার্লস স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ও প্রাতিষ্ঠানিক কারণসহ অন্যান্য কারণে স্কুলটি বহুবার স্থান বদল করে। বিরূপ সমালোচনা ও নানাবিধ সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তিনি এই প্রতিষ্ঠানটিকে সে যুগের মুসলমান মেয়েদের শিক্ষালাভের অন্যতম পীঠস্থানে পরিণত করেন। তাঁর স্কুলে মেয়েদের পাঠাবার জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি অভিভাবকদের অনুরোধ করতেন। যে যুগে কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে বাঙালি মুসলমানরা মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আরোপ করত, সেই অন্ধকার যুগে বেগম রোকেয়া পর্দার অন্তরালে থেকেই নারীশিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন। প্রথমদিকে কেবল অবাঙালি ছাত্রীরাই পড়ত সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে। রোকেয়ার অনুপ্রেরণায় ক্রমশ বাঙালি মেয়েরাও এগিয়ে আসে পড়াশোনার জন্য। ছাত্রীদের পর্দার ভিতর দিয়েই ঘোড়ার গাড়িতে করে স্কুলে আনা-নেওয়া করা হতো। সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুলে তফসিরসহ কুরআন পাঠ থেকে আরম্ভ করে বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, ফারসি, হোম নার্সিং, ফার্স্ট এইড, রান্না, সেলাই, শরীরচর্চা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হতো। স্কুল পরিচালনা এবং পাঠদানে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বেগম রোকেয়া বিভিন্ন বালিকা স্কুল পরিদর্শন করতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি কলকাতার শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ ইংরেজ, বাঙালি, ব্রাহ্মন, খ্রীস্টান সব শ্রেণীর মহিলাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখেন এবং তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করেন। তিনি নিজেই স্কুলের শিক্ষিকাদের ট্রেনিং দিতেন। তাঁর বারংবার আবেদনের ফলেই ১৯১৯ সালে সরকার কলকাতায় 'মুসলিম মহিলা ট্রেনিং স্কুল' স্থাপন করে। সাহিত্যিক হিসেবে তৎকালীন যুগের প্রেক্ষাপটে রোকেয়া ছিলেন এক ব্যতিক্রমী প্রতিভা। নবনূর, সওগাত, মোহাম্মদী, নবপ্রভা, মহিলা, ভারতমহিলা, আল-এসলাম, নওরোজ, মাহে নও, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, The Mussalman, Indian Ladies Magazine প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লিখতেন। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯০৩ সালে নবনূর পত্রিকায়। পুরুষশাসিত সমাজে নারীর দুরবস্থা এবং দৈহিক-মানসিক জড়ত্ব থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় যে শিক্ষা এ ধারণাই রোকেয়া তুলে ধরেন তীক্ষ্ণ ভাষায় ও তীর্যক ভঙ্গিতে। এক প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের খন্ড খন্ড চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর রচনায়। রোকেয়ার উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে রয়েছেঃ মতিচূর, Sultana's Dream, পদ্মরাগ, অবরোধবাসিনী প্রভৃতি। Sultana's Dream গ্রন্থটি রোকেয়া নিজেই বাংলায় অনুবাদ করেন সুলতানার স্বপ্ন নামে। এটি একটি প্রতীকী রচনা এবং এতে বর্ণিত Lady Land বা নারীস্থান মূলত রোকেয়ারই স্বপ্নকল্পনার প্রতীক। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা তাঁর অসংখ্য চিঠিপত্র রয়েছে। বাংলা ভাষার প্রতি ছিল তাঁর গভীর মমত্ববোধ। রোকেয়া উপলব্ধি করেন যে, এদেশের অধিকাংশ মুসলমানের ভাষা বাংলা। তাই বাংলা ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করে এই ভাষাকেই তাঁর বক্তব্য প্রকাশের বাহন হিসেবে ব্যবহার করেন। ১৯২৭ সালে বঙ্গীয় নারী শিক্ষা সম্মেলনে বেগম রোকেয়া বাংলা ভাষার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন যা সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ছিল দুঃসাহসিক কাজ। রোকেয়ার সব রচনাতেই প্রকাশ করেছেন ধর্মীয় বিধানের অপব্যবহারের কথা, সে যুগের নারীদের শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অবরুদ্ধতার কথা। কোনো কোনো রচনায় প্রকাশিত হয়েছে সমাজ উন্নয়নে নারী-পুরুষের যৌথ অবদানের গুরুত্ব। এমনকি কিছু রচনায় নারী-পুরুষের সম্পর্ক ও তার বিভিন্ন মাত্রিকতার বিশ্লেষণে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সংস্কারমুক্ত আধুনিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

সমকালীন রাজনীতির প্রসঙ্গও স্থান পেয়েছে তাঁর লেখায়। মুক্তচিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং শাণিত লেখনীর মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়া বিশ শতকের একজন বিরল ব্যক্তিত্ব হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সে যুগের প্রখ্যাত চিন্তাবিদ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরোজিনী নাইডু, তদানীন্তন বড়লাট পত্নী লেডী চেমসফোর্ড, লেডী কারমাইকেল, ভূপালের বেগম সুলতান জাহান প্রমুখ মহিলা বেগম রোকেয়ার সাহিত্য ও সামাজিক কর্মকান্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং তাঁর কাজের প্রতি তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। নারীর সম্মান রক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ইসলামের পর্দার বিধানকে তিনি কখনওই খারাপ মনে করতেন না। তিনি নিজে পর্দা করতেন এবং পর্দার সপক্ষে কথা বলেছেন। বেগম রোকেয়া মূলত অতিরঞ্জিত অবরোধ প্রথার বিরোধী ছিলেন, সঠিক পর্দা প্রথার বিরোধী তিনি কখনই ছিলেন না। তার কথায় জানা যায় তিনি নিজেও সম্ভবত পর্দা করতেন বোরকা পরে। এমনকি বোরকা নামে একটি অসাধারণ প্রবন্ধই লিখেছেন। যেখানে তিনি পর্দা প্রথার গুণগান করেছেন সুন্দর যুক্তির মাধ্যমে। তিনি তার বোরকা প্রবন্ধের শুরুতেই বলেছেন- "আমি অনেক বার শুনিয়াছি যে আমাদের জঘন্য অবরোধ প্রথাই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায় । উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত ভগ্নীদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে "বোরকা" ছাড়িতে বলেন । বলি উন্নতি জিনিসটা আসলে কি? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তাহলে জেলেনী, চামারিনী, ডুমিনী, প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে।" [বোরকা, মতিচূর, প্রথম খন্ড (পৃষ্ঠাঃ ৫৯, রোকেয়া রচনাবলী)] বোরকাকে অনেকে বিরক্তিকর ভারি পোশাক হিসেবে অভিযোগ উত্থাপনের প্রেক্ষিতেও তিনি সুন্দর যুক্তি দাড় করিয়েছেন। তিনি বলেছেন - "অনেকে বোরকাকে ভারি বলিয়া আপত্তি করেন । কিন্তু তুলনায় দেখা গিয়েছে ইংরেজ মহিলাদের প্রকান্ড প্রকান্ড হ্যাট অপেক্ষা আমাদের বোরকা অধিক ভারি নহে।" [বোরকা, মতিচূর, প্রথম খন্ড (রোকেয়া রচনাবলি, পৃষ্ঠাঃ ৫৯)]। সত্যিকারের পর্দার মর্মার্থ বুঝাতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "পর্দা অর্থে তো আমরা বুঝি গোপন করা বা হওয়া, শরীর ঢাকা ইত্যাদি-কেবল অন্তপুরের চারি- প্রাচীরের ভিতর থাকা নহে এবং ভালমতে শরীর আবৃত না করাকেই 'বে-পর্দা' বলি । যাহারা ঘরের ভিতর সম্মুখে অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় থাকেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাহারা ভালোমতো পোশাক পরিয়া মাঠে বাজারে বাহির হন, তাঁহাদের পর্দা বেশি রক্ষা পায়।"(বোরকা, মতিচূর, প্রথম খন্ড (রোকেয়া রচনাবলি, পৃষ্ঠাঃ ৬০)] বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের ইতিহাসে বেগম রোকেয়ার অবদান চিরঅম্লান। মুসলমান মেয়েদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ১৯১৬ সালে বেগম রোকেয়া প্রতিষ্ঠা করেন আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বা মুসলিম মহিলা সমিতি। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র এই মহিলা সমিতি। এ সমিতির ইতিহাসের সঙ্গে রোকেয়ার সংগ্রামী কর্মজীবনের কাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মুসলিম মহিলা সমিতি থেকে বহু বিধবা নারী অর্থ সাহায্য পেয়েছে, বহু দরিদ্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা হয়েছে, অসংখ্য অভাবী মেয়ে সমিতির অর্থে শিক্ষালাভ করেছে, সমাজ-পরিত্যক্ত অসহায় অনাথ শিশুরা আশ্রয় ও সাহায্য পেয়েছে। শুধু তাই নয়, কলকাতার মুসলমান নারী সমাজের ক্রমোন্নতির ইতিহাসে এই সমিতির উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই সমিতি মুসলমান নারীদের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করেছে। সমিতিতে যোগদানের জন্য রোকেয়া নানা অপবাদ মাথা পেতে নিয়ে ঘরে ঘরে গিয়ে মহিলাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। এই সমিতি ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কারে নারীর রাজনৈতিক বায়ান্ন বছর। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর বেগম রোকেয়া কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। সেসময় তিনি 'নারীর অধিকার' নামে একটি প্রবন্ধ লিখছিলেন। তার কবর উত্তর কলকাতার সোদপুরে অবস্থিত যা পরবর্তীকালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক অমলেন্দু দে আবিষ্কার করেন । রোকেয়ার কর্ম ও আদর্শ উদযাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রতি বছর ৯ই ডিসেম্বর রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন করে এবং বিশিষ্ট নারীদের অনন্য অর্জনের জন্য বেগম রোকেয়া পদক প্রদান করে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অবদান

কানিজ মাহজাবিন
লাজনা ইমাইল্লাহ্, চট্টগ্রাম

০১. প্রথম নারী নোবেল বিজয়ী - ম্যারি কুরী (১৯০৩)
০২. প্রথম মুসলিম নারী নোবেল বিজয়ী - শিরিন এবাদি (২০০৩)
০৩. প্রথম রসায়নে নারী নোবেল বিজয়ী - ম্যারি কুরী (১৯১১)
০৪. প্রথম পদার্থ বিজ্ঞানে নারী নোবেল বিজয়ী - ম্যারি কুরী (১৯০৩)
০৫. প্রথম শান্তিতে নারী নোবেল বিজয়ী - সেলেমা লেগরলফ (১৯০৯)
০৬. প্রথম চিকিৎসাতে নারী নোবেল বিজয়ী - পার্টি রেডনিজ কুরী (১৯৪৭)
০৭. প্রথম অর্থনীতিতে নারী নোবেল বিজয়ী - এলিয়র অস্ত্রম (২০০৯)
০৮. প্রথম ভারতীয় নারী নোবেল বিজয়ী - মাদার তেরেসা (১৯৭৯)
০৯. সর্বকনিষ্ঠ নারী নোবেল বিজয়ী - মালালা ইউসুফজাই (২০১৪)
১০. বিশ্বের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী - শ্রীমাভো বন্দর নায়াকে (শ্রীলংকা)
১১. বিশ্বের প্রথম মুসলিম নারী প্রধানমন্ত্রী - বেঞ্জির ভূট্টো (পাকিস্থান)
১২. এশিয়ার প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট - কোরাজান একুইনো (ফিলিপাইন)
১৩. বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট - মেঘবতী সুকুর্নপুত্রী (ইন্দোনেশিয়া)

* সংগৃহিত

আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান অর্জনের জন্য হুজুর (আইঃ) এর নির্দেশনা

হামিয়া মারুফ

শ্রেণিঃ একাদশ, স্কুলঃ মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, জামাতঃ ঢাকা, হালকাঃ মতিঝিল

কোরআন শরীফ নাযিল হয়েছে " ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক" দিয়ে। অর্থাৎ, "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন"। কোরআন শরীফ, মুসলিমদের জীবন বিধান, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর প্রথম যখন নাযেল হয় তখনই পড়ার কথা বলা হয়েছে। অতএব জ্ঞান অর্জন করা সবার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গুরুত্বপূর্ণই না, মহানবী (সাঃ) তো জ্ঞান অর্জন করাকে ফরজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন," প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য জ্ঞান অর্জন করা ফরজ"। এখানে মহানবী (সাঃ) কিন্তু শুধু ছেলেদের কথাই বলেননি বরং ছেলে-মেয়ে উভয়ের কথাই বলেছেন। তাই ছেলে হোক মেয়ে হোক জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রেও একই সমান গুরুত্ব দিতে হবে। এই জ্ঞান দুই ধরনের। ১) দ্বীনি ইলম ২) দুনিয়াবী ইলম। আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের জন্য আমরা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করি আর জাগতিক উন্নতির জন্য দুনিয়াবী জ্ঞান অর্জন করি। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছি যারা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্য কোন জায়গায় শিক্ষাগত আছি। ছাত্র ছাত্রী হিসেবে আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে পড়াশোনা করা। ছাত্র ছাত্রীদের পড়ালেখা বিষয়ে হুযুর (আইঃ) এর বেশ কিছু দিক নির্দেশনা রয়েছে। নিম্নে হুযুর (আইঃ) এর দিক নির্দেশনা গুলো সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হলোঃ

১) উচ্চ শিক্ষা লাভ না করলে ভবিষ্যতে মানুষের জীবনযাপন করা খুব কষ্টসাধ্য হবে।

২) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা লাভ করা একান্ত জরুরী। কারণ দুনিয়ার মানুষ উচ্চশিক্ষিতদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে। আহমদীরা যদি উচ্চ শিক্ষিত হন, মুত্তাকি (তাকওয়াশীল) হন এবং শরীয়তের বিধি-বিধান মেনে চলেন, তাহলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রতি আকৃষ্ট হবে। কেউ যদি বিশ্ববিদ্যালয় উন্নত ও উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং এটা ধর্মের সেবার উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এটাই তার জন্য ধর্মীয় শিক্ষা লাভের মতো সম্মানজনক হবে।

৩) আহমদী পিতা-মাতা নিজেরা শিক্ষিত হন বা না হন সন্তানদের শিক্ষার প্রতি পুরোপুরি দৃষ্টি দিবেন। আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত দেশের শ্রেষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া। তারা যেন দেশের জন্য কায়েদ তথা পথপ্রদর্শক হন ।

৪) পিতা-মাতার উচিত তারা যেন নিজেদের বাড়ির পরিবেশ এরকম বানান যেখানে ছেলে-মেয়েরা আধুনিক শিক্ষার সাথে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর উচ্চশিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সর্বদা এগিয়ে থাকবে।

৫) উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সুতরাং তোমরা অযথা সময় নষ্ট করবে না। পিতা মাতার জন্য এটা আবশ্যক, ছেলেমেয়েরা ঠিকমত লেখাপড়া করছে কিনা তা তদারকি করা।

৬) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তাভাবনা এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অতি উন্নত এবং উচ্চ পর্যায়ের হওয়া উচিত। কঠিন পরিশ্রম ও দোয়া অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন। প্রত্যেক পরীক্ষায় ৮০% এর বেশি নম্বর এবং নিজের ক্লাসে প্রথম স্থান লাভ করা উচিত। শিক্ষাবোর্ডের এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে থাকা আবশ্যক।

৭) শিক্ষাজীবনে ছাত্রীরা পর্দা ও শালীন পোশাক সম্পর্কে কোরআন শরীফের নির্দেশনাবলী কঠোরভাবে মেনে চলবে। যখন বিয়ের বয়স হয়ে যায় তখন তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া প্রয়োজন। তারপরও পড়াশোনা চালিয়ে যেতে পারবে।

৮) ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিদিন যা পড়ানো হয়েছে তা বাড়ি এসে আবার ভালো করে পড়ে নিবে। দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীরা কমপক্ষে ৪ ঘন্টা পড়াশোনা করবে। কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা কমপক্ষে ৬ ঘন্টা পড়াশোনা করবে। আমেরিকাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গড়ে প্রতিদিন ১৪ ঘন্টা পড়াশোনা করে। সিলেবাসের বাইরের বইও পড়ে। ইউরোপে গড়ে ১০ ঘন্টা এবং রাশিয়াতে গড়ে প্রতিদিন ১২ ঘন্টা পড়াশোনা করে।

৯) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষভাবে পরিচিত হবে। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ চাল-চলন, কথাবার্তা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর কারণে সবাই তাদেরকে ভালো জানবে। তারা ইসলামী আদর্শের উত্তম উদাহরণ হবে।

১০) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীরা সর্বদা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবে। চির কৃতজ্ঞ বান্দা হবে। তারা কোরআন শরীফ থেকে জ্ঞান অর্জন করবে। স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য ইবাদতকারী বান্দা হওয়া। প্রতিদিন নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। যারা নামাযী হবে আল্লাহ্ তাদের নিরাপত্তা প্রদান করবেন। আল্লাহ্‌র এই প্রতিশ্রুতি থেকে উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।

১১) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। মন্দ কাজ থেকে দূরে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলার সাথে সম্পর্ক রাখবে। সবাই চিনবে ও জানবে যে তারা আহমদী, তারা নীতিবান ও আদর্শবান। একথা বলতে বাধ্য হবে যে, আহমদীরা চরিত্রবান, ইবাদতকারী এবং দেশ ও দশের সেবা করে।

১২) আহমদী ছাত্রছাত্রীরা ইবাদত গুযার হবে। সাথে সাথে দেশ ও জাতির সেবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবে এবং প্রস্তুত থাকবে। এতে করে আল্লাহ্ তাদের পড়াশোনা সহজ করে দিবেন।

১৩) আহমদী ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিদিন হযরত মসীহ মাওউদ (আইঃ) এর বই পড়বে। সাধারণ জ্ঞানের জন্য পত্র পত্রিকা ও ম্যাগাজিন ভালোভাবে পড়বে।

১৪) পরীক্ষার হলে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার আগে হাত তুলে দোয়া করার পর পরীক্ষা দেয়া শুরু করবে। (আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, লন্ডন, ৩০ এপ্রিল, ২০১৯)

উপরের নির্দেশনা থেকে আমরা বুঝতেই পারছি যে আমাদের কাছে হুজুরের আশা-প্রত্যাশা কতটুকু, জামাতের সেবার জন্য আমাদের কিভাবে প্রস্তুত হতে হবে। তাই আমাদের লক্ষ্য থাকতে হবে সবচেয়ে উঁচুতে। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, "Aim for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars"। অর্থাৎ" চাঁদকে লক্ষ্যস্থির করো। যদি তাতে ব্যর্থও হও তবুও তাঁরাতে অন্তত পৌঁছাতে পারবে"। মেয়ে বলে আমাদের পড়ালেখার প্রতি অবহেলা করলে চলবে না। বরং পর্দা ও পড়ালেখা একসাথে বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখে, নিজেদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা। তাহলেই আমরা উত্তম ফলাফল লাভ করতে পারব এবং নিজ নিজ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো,
ইনশা আল্লাহ্।

ক্যালিগ্রাফি

আমাতুল শাফি আদিবা, জামাত ঃ ঢাকা
শ্রেণী ঃ উচ্চ মাধ্যমিক প্রথম বর্ষ

ক্যালিগ্রাফি এর প্রতি আমার আলাদাই আকর্ষণ আছে, আমি ছোটবেলা থেকেই নকশা করা হাতের লেখা পছন্দ করতাম এবং নিজে নিজে তা দেখে লেখার চেষ্টা করতাম। সম্প্রতি করোনা মহামারির কারনে লকডাউনে আমরা সবাই আটকে আছি। এর মধ্যে প্রচুর অবসর সময় আমি পেয়েছি। তাই এই লকডাউনে অবসর সময়কে কাজে লাগানোর জন্য আমি ক্যালিগ্রাফি শুরু করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে ক্যালিগ্রাফি করতে আমার ভালোই লাগছে এবং আমার আশে পাশের মানুষ জনও আমাকে বেশ উৎসাহ দিচ্ছে। এতে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। এভাবেই আমার ক্যালিগ্রাফির যাত্রা শুরু হয়ে গেল।

চিত্রাঙ্কন

রেজওয়ানা জামান দিয়া, জামাত ঃ নারায়ণগঞ্জ

ফাতেমা-তুজ-জোহরা (মুক্তি), জামাত ঃ চট্টগ্রাম

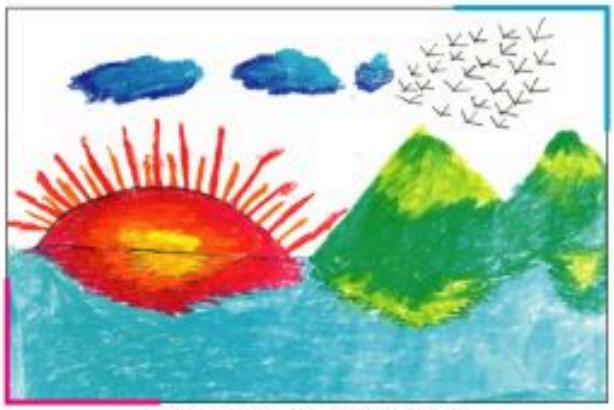

শাফিয়া হাসান আনহা, জামাত ঃ চট্টগ্রাম

তাহেরা মজিদ, জামাত ঃ চট্টগ্রাম

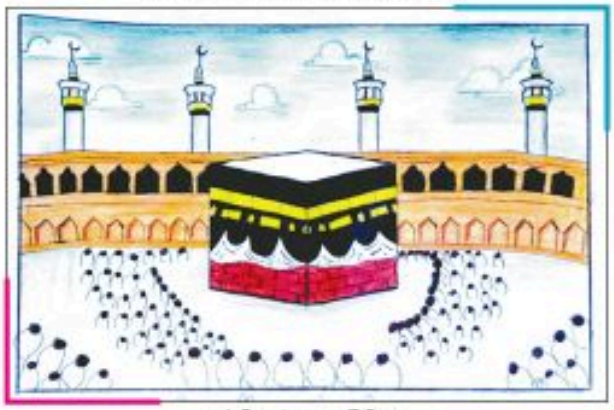

মৌমিতা ইসলাম নীলিমা

আমাতুস সাফি রিসা, জামাত ঃ ঢাকা

রাফিয়া ইসলাম ত্বাহা, জামাত ঃ শ্যামপুর

আয়েশা মীর, জামাত ঃ ঢাকা

স্নেহা আক্তার, জামাত ঃ শ্যামপুর

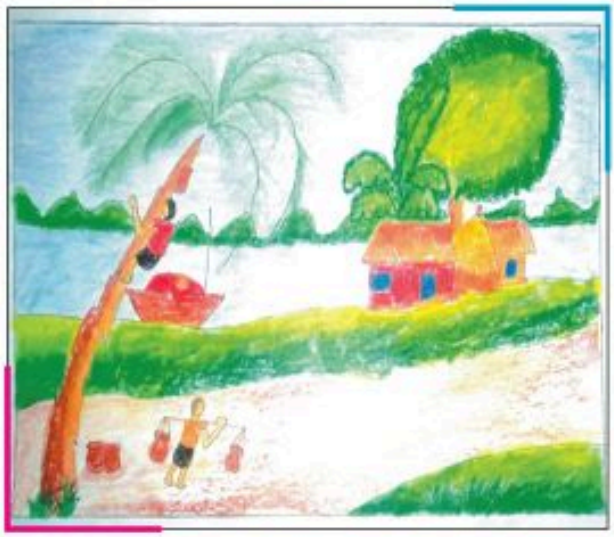

মোবাশ্বেরা জামান, জামাত ঃ ঢাকা

মোহনা সিফাত (স্নেহা), জামাত ঃ ফতুল্লা

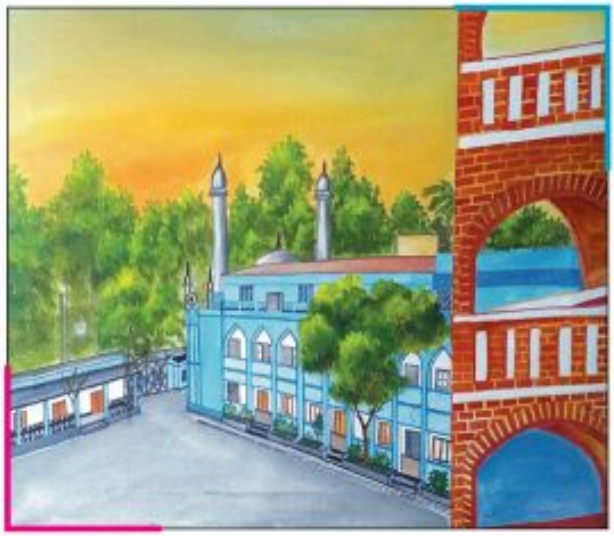

আমাতুল শাফি আদিবা, জামাত ঃ ঢাকা

তুবা আহমেদ, জামাত ঃ চট্টগ্রাম

নায়লা সাত্তার, জামাত ঃ মাদারটেক

আমাদের কার্যক্রমের কিছু অংশ

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ রহমতে ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২০১৮ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম উইমেন স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়,আলহামদুলিল্লাহ্।

২০২০ এর সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ মাদারটেক জামাতের ১১জন ছাত্রীদের উদ্যোগে পূর্বে সংগ্রহকৃত বই দ্বারা একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়।

০৯-০১-২০২০ তারিখে মগবাজার বস্তিতে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পেইনে ৪০ জন সুবিধা বঞ্চিত মানুষকে সেবা প্রদান করা হয়

গত ২৪শে জুন এ.এম.ডব্লিউ.এস.এ ঢাকা জামাতের ছাত্রীদের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়।

গত ৪ঠা জুন এ.এম.ডব্লিউ.এস.এ মাদারটেক জামাতের ছাত্রীদের উদ্যোগে দেয়ালিকা তৈরি করা হয়।

এছাড়া (এ.এম.ডব্লিউ.এস.এ, ঢাকা) এর উদ্যোগে ২০ ডিসেম্বর লালবাগের বস্তিতে মোট ৪০টি পরিবারে চাল, ডাল, তেল, পিঁয়াজ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসসহ শীতের কম্বল বিতরন করা হয়।

২০১৯ সালে মিরপুরের একটি সরকারি স্কুলে ব্লাড গ্রুপিং ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয় যেখানে প্রায় ২০০ এর অধিক শিক্ষার্থীদের সেবা প্রদান করা হয় ।

মাদারটেক, কুমিল্লা, দিনাজপুর, সুন্দরবন, নারায়ণগঞ্জ,মাটুয়া সহ বিভিন্ন জামাতে শিক্ষামূলক বিভিন্ন ক্লাস নেয়া হয়েছে এবং বই সংগ্রহ ও বিতরণ করা হয়।

২৪-১২-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ তালিম তরবিয়তি ক্লাসে ক্যারিয়ার ডেভলপমেন্ট এর উপর একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

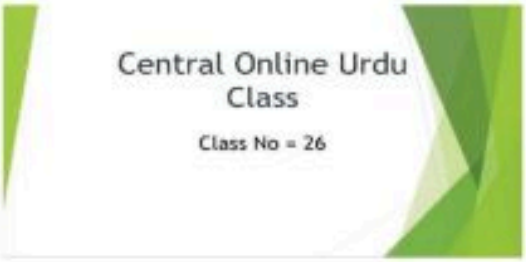

অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে (আলহামদুলিল্লাহ্) ।
বিশেষ করে সকলের জন্য উর্দু ক্লাসের আয়োজন করা হয়।

করোনা পরিস্থিতিতে ৬ জন বিশেষজ্ঞ লাজনা ডাক্তারের সাহায্যে অনলাইন স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা করা হয় (আলহামদুলিল্লাহ্)। যার মাধ্যমে ২০২০ এর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ২৯০০ জন রোগিকে অনলাইনে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হয়েছে। যা বর্তমানে চলমান আছে।

"পড়াশুনা বা কর্ম ক্ষেত্রে পর্দা কোন প্রতিবন্ধকতা নয়" এ বিষয়ের উপর ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় তালিম তরবিয়তি ক্লাসে গাইডলাইন হিসেবে একটি উপস্থাপনা এবং গত ৮ই মার্চ এ.এম.ডব্লিউ.এস.এ, আহমদনগর, পঞ্চগড় এর উদ্যোগে ছাত্রীদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

প্রচার ও প্রসারের উদ্দেশ্যে এসোসিয়েশনের প্রকাশনা বিভাগ থেকে প্রথম বারের মত প্রায় ২০০ টি লিফলেট ছাপানো হয় এবং তা বিভিন্ন জামাতের আহমদী ও অ-আহমদী শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরন করা হয় ।